শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিগীত মন্দির

(মহাজন পদাবলী)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিগীত মন্দির

(মহাজন পদাবলী)

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও গৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অধস্তন ও প্রিয় পার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি জীবন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন গোস্বামী
মহারাজের ১০৮তম শুভ আবির্ভাব তিথি
২৮ কেশব, ৫২২ গৌরাব্দ
২১ অগ্রহায়ণ, গৌর নবমী, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
৭ ডিসেম্বর, ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মঠ, বর্ধমান হইতে প্রকাশিত

প্রকাশক ঃ শ্রীজগন্ময়কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও
শ্রীচিন্ময়কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ

বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অন্তর্গত শ্রীচৈতন্য আশ্রম প্রেস হইতে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসুন্দর যতি মহারাজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

-ঃঃ প্রাপ্তিস্থান ঃঃ-

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মঠ

২২৭, মিঠাপুকুর রোড, বর্ধমান

পিন কোড ঃ ৭১৩১০৪

দূরভাষ ঃ (০৩৪২) ২৫৩২৮১৯

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও গৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অধস্তন ও প্রিয় পার্ষদ অস্মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ — বর্ধমান, শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যান ও কোলকাতা বাঁশদ্রোণী রায়পুর রোড স্থিত **'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মঠ'** সমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আচার্য্যের মনোভিষ্ট গৌরবাণী প্রচারোদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণের রচিত এবং বর্তমান কালের বৈষ্ণব মুকুটমণি, শুদ্ধাভক্তি মন্দাকিনীর পুনঃ প্রবাহের ভগীরথ স্বরূপ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শরণাগতি, কল্যাণ কল্পতরু, গীতমালা, গীতাবলী ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনের রচিত গ্রন্থ হইতে শুদ্ধ ভক্তিময় জীবনের অনুসরণীয় ভজনোদ্দীপক গীতি সমূহ সংগ্রহ করিয়া এই 'ভক্তিগীত মন্দির' গ্রন্থখানি সম্পাদন করিবার প্রয়াস করিতেছি। গ্রন্থখানির মধ্যে শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্তবিৎ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সু আচরিত ও প্রচারিত ভজনময় আদর্শ সম্বন্ধীয় শিক্ষা সন্নিবেশিত।

সমস্ত জগৎ মায়া ঘুমে নিদ্রিত হইয়া সংসার রূপ মিথ্যা স্বপ্ন দেখিতেছে এবং পরমার্থ বিষয়ে আমরা সকলে অলস, তাই শ্রীমদ্ভাগবতে 'মন্দা সুমন্দমতয়ো' বলিতেছেন। তাই 'ভক্তিগীত মন্দির' নামের অর্থ মন্দ-ইর মন্দির অর্থাৎ পরমার্থ বিষয়ে যাহারা (মন্দ) অলস তাহাদের ইর শব্দে গতি দানকারী বা পরমার্থে, ঈশ্বর বিষয়ে উদ্বুদ্ধকারী স্থানের নাম মন্দির হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব আনুগত্যে বেদাদি সর্ব্বশ্রুতি ইতিহাস পুরাণাদির

সার উপদেশ সাধনাই পরাভক্তিকামী ভক্তকুলের সর্ব্বতোভাবে ভক্তিময় জীবন গঠনের পরম সহায়ক হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রী বৈষ্ণববৃন্দের অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদে প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মচারীবৃন্দ চিৎ সম্বন্ধে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে অনলস প্রচেষ্টার দ্বারা এই গীতিগুলি সঙ্কলন হইয়াছে। কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন; কীর্ত্তন ভজনের প্রাণ স্বরূপ; কীর্ত্তন ভগবদারাধনার শ্রেষ্ঠ উপায়; শ্রবণ-কীর্ত্তন, নৃত্যকীর্ত্তনেই গৌরসুন্দরের সর্ব্ব সুখানুভূতি হইত। হৃদয়ের আবেগ দ্বারা কীর্ত্তন, প্রাণঢালা কীর্ত্তনে গৌরসুন্দরকে আকৃষ্ট করা যায়। হৃদয়ের প্রীতি দিয়া কীর্ত্তন করিলে গৌরহরি যেমন সুখী হন তেমনি ভক্ত হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি জাগায়। ভজনশীল ভাবুক রসিক ভক্তগণের এই কীর্ত্তনগুলি পরম আদরণীয়, নিত্য শ্রবণ দ্বারা নিত্য কীর্ত্তনীয়। সাধকগণের পক্ষেও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন গৌর আরাধনার পরম উপায়।

শুদ্ধ বৈষ্ণব জগতে কীর্ত্তন রসানন্দ মোহৎসবে ইহা বিশেষ সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ভুল শূন্য করার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের ভুলবশতঃ ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলে করুণাময় বৈষ্ণবগণ ক্ষমা করিবেন এই প্রার্থনা। সর্ব্বোপরি কোলকাতা বেহালাস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের মহান পরিচালক পরম শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদভক্তিসুন্দর যতি মহারাজের করকমলে সমর্পিত হইতেছে। তিনি তাঁর বৈদ্যুতিন মুদ্রণ যন্ত্রে নির্ভুল করিয়া মুদ্রিত করিবেন ইহা আমার বিশ্বাস। মঠের সেবকবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়া সুধীগণের আনন্দ প্রদান করিলে মাদৃশ অধম ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ হইবে। যেন এই গ্রন্থের কীর্ত্তনাবলি নিত্য অনুশীলন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবানন্দ দান করিতে পারি ইহাই হরি-গুরু-বৈষ্ণব চরণে ঐকান্তিক সকাতর প্রার্থনা।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণরেণু প্রার্থী

ভক্তি জীবন আচার্য্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গীত-সূচী (বর্ণানুক্রমে)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মঙ্গলাচরণ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

শ্রীগুরুদেব প্রণাম

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং।
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।।
রাধাকুন্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং।
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজের প্রণাম

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় সারস্বতে! নমোস্তুতে।
শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্ব্বা গোবিন্দ ভক্তি জীবিনে।।
আচার্য্যায় বিচার্য্যায়-প্রচার্য্যায় তমোনুদে।
কৃতজ্ঞায় রসজ্ঞায় নীতিজ্ঞায় নমোস্তুতে।।
সত্তম-সেবকোত্তম-মানদোত্তম বাগ্মিনে।

শান্তদান্তায় ক্ষান্তায় মহান্তায় নমো নমঃ।।
সত্যব্রতায় সান্তন্য সৌজন্য সভ্যমূর্ত্তয়ে।
ভক্তিজীবন আচার্য্য গুরুদেবায় তে নমঃ।।

শ্রীমদ্ভক্তিকমলমধুসূদন গোস্বামী মহারাজের প্রণাম

দীর্ঘং সৌম্যবপূর্নবারুণ-বহির্বাস স্ত্রিদন্ডান্বিতং
দিব্যং শ্রীগুরুগৌরকীর্ত্তন রসানন্দেন মত্তং সদা।
শ্রী গৌড়ীয়-যতীন্দ্র-ভক্তিকমলং স্নিগ্ধং সেবাবিগ্রহং
বন্দে শ্রী মধুসূদনং গুরুবরং বেদান্তবিদ্যাম্বুধিম্।।

শ্রীল প্রভুপাদ-প্রণাম

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।।
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে।।

শ্রীল গৌরকিশোর-প্রণাম

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রণাম

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায়তে।।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী-প্রণাম

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায়তে নমঃ।।

শ্রীবৈষ্ণব-প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

শ্রী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রণাম

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ীগর্ব্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু।।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম

হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো দীন-বন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে।।

শ্রীশ্রীরাধা-প্রণাম

তপ্ত-কাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি!
বৃষভানুসুতে-দেবি-প্রণমামি হরিপ্রিয়ে।।

সম্বন্ধাধিদেব-প্রণাম

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ।।

অভিধেয়াধিদেব-প্রণাম

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।

প্রয়োজনাধিদেব-প্রণাম

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ
কর্ষণ্ বেণু-স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ।

শ্রীতুলসী-প্রণাম

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের-প্রণাম

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক নখালয়ে।।

পঞ্চতত্ত্ব-প্রণাম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রী অদ্বৈত-গদাধর শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ।।

মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

(শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুর-বিরচিতম্)
ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ কৃত বঙ্গানুবাদ

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।।১।।

অরণ্যে যেমন বৃক্ষগণ পরস্পর ঘর্ষণের দ্বারা, অগ্নি সৃষ্টি করে দহন হয়, তেমনি মানবগণের আসক্তি ও বিরক্তি রূপ ঘর্ষণের দ্বারা জন্ম মৃত্যু ত্রিতাপ জ্বলন সমস্ত মানবকুলকে দগ্ধ করছে। যিনি মেঘ স্বরূপ হইয়া কৃপাবর্ষণ দ্বারা জগৎকে শীতল করিতেছেন সেই গুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।।১।।

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দেগুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।।২।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন-নর্ত্তন-গীত বাদ্যাদি রসে নিমগ্ন থাকিয়া আনন্দে সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ অশ্রু কম্পাদি শরীরে প্রকাশিত হয় সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।।২।।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।।৩।।

শ্রীবিগ্রহগণের শৃঙ্গার অর্চ্চন ও মন্দির মার্জনাদি সেবায় নিজে নিযুক্ত থাকিয়া ভক্তগণকেও সেবায় নিযুক্ত করেন সেই গুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।।৩।।

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।।৪।।

চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবৎ প্রসাদ যাহা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নিজে তৃপ্তির সহিত আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদন করান, নিজে সর্ব্বদা শ্রীপ্রসাদের জয়গান করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।।৪।।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদনলোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।।৫।।

শ্রীরাধামাধবের অপার মাধুর্য্য লীলা, রূপ, গুণাদি ও নাম কীর্ত্তনাদি প্রতিক্ষণে আস্বাদন নিমিত্ত লুব্ধ আমি সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।।৫।।

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।।৬।।

নিকুঞ্জ বিহারী যুগলের প্রেমক্রীড়া সিদ্ধির নিমিত্ত প্রিয় নর্ম্ম সখীগণের আদেশের অপেক্ষায় সর্ব্বদা থাকিয়া অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।।৬।।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।।৭।।

সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ হরি বলিয়াছেন, ভক্তগণও সেইভাবে ভাবিয়া থাকেন তথাপি তিনি প্রভুর অতি প্রিয়জন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।।৭।।

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্ স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।।৮।।

যাঁহার কৃপাই ভগবৎ কৃপা, যিনি প্রসন্ন নাহইলে কোথাও গতি হয় না যাঁহার পাদপদ্ম যশ আমরা-ত্রিসন্ধ্যা-স্তব ও ধ্যান করিয়া থাকি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করি।৮।।

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাদ্।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ-সাক্ষাৎ
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ।।৯।।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠের সেবিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ,
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীউ
(বর্ধমান)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
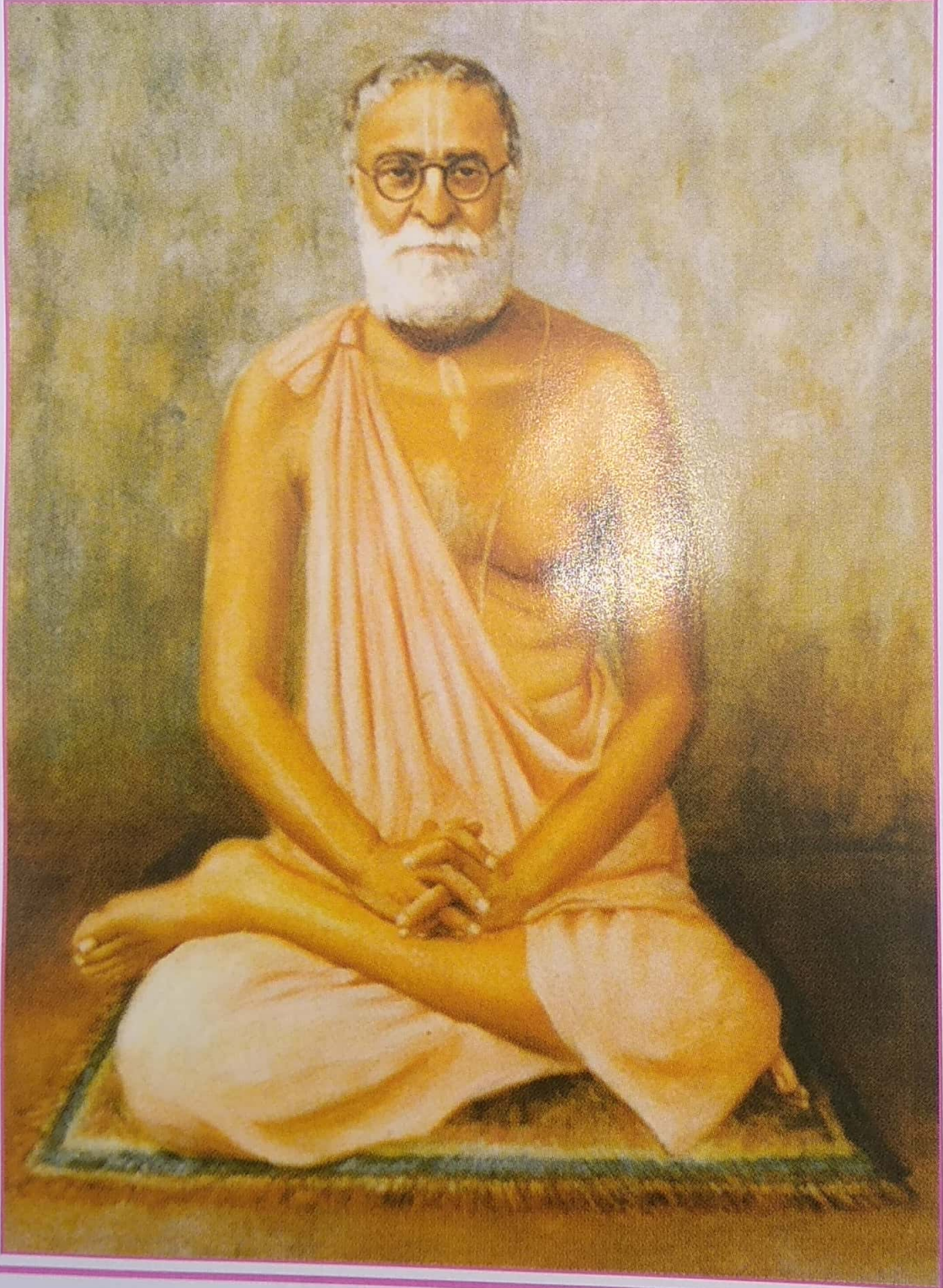
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
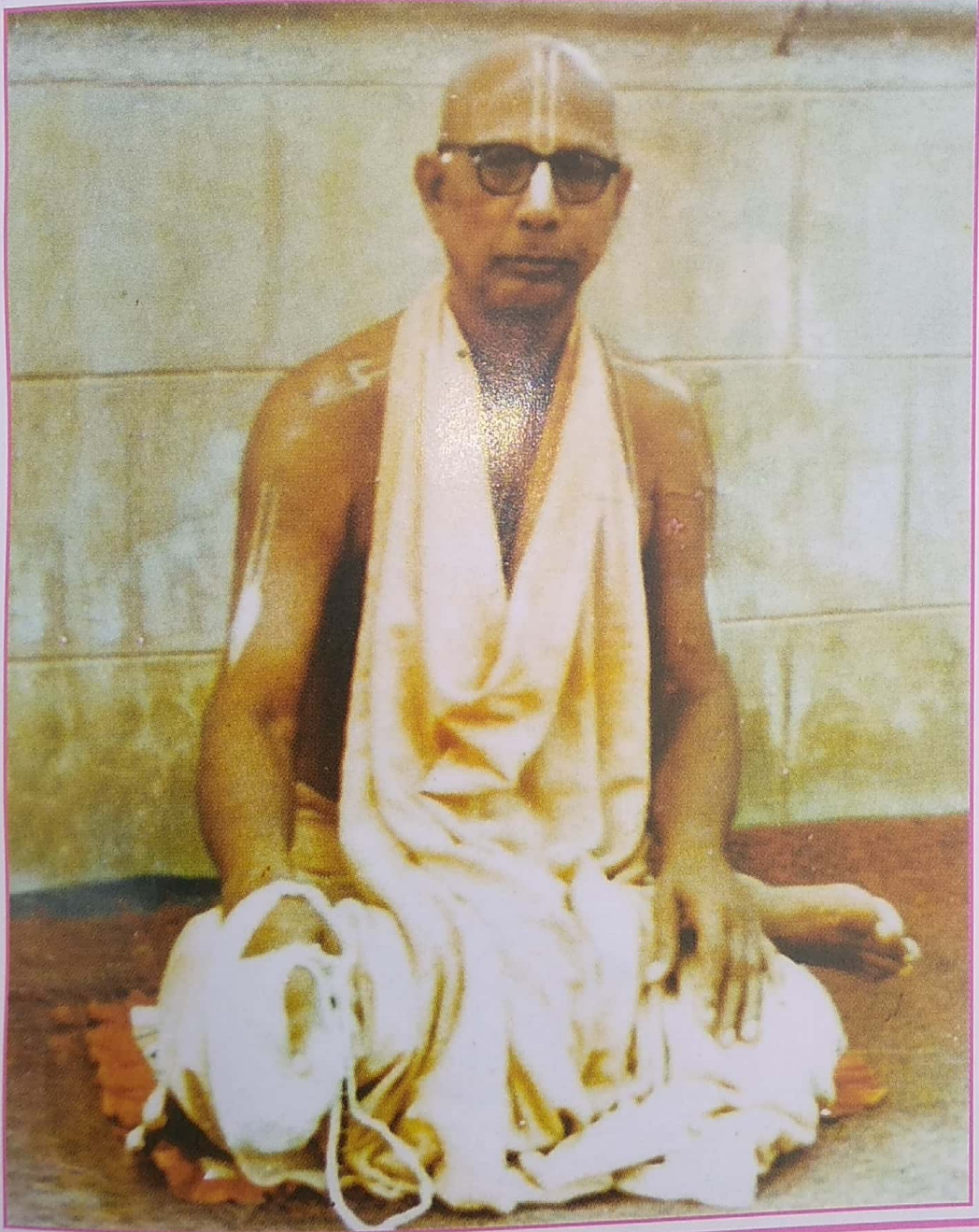
ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
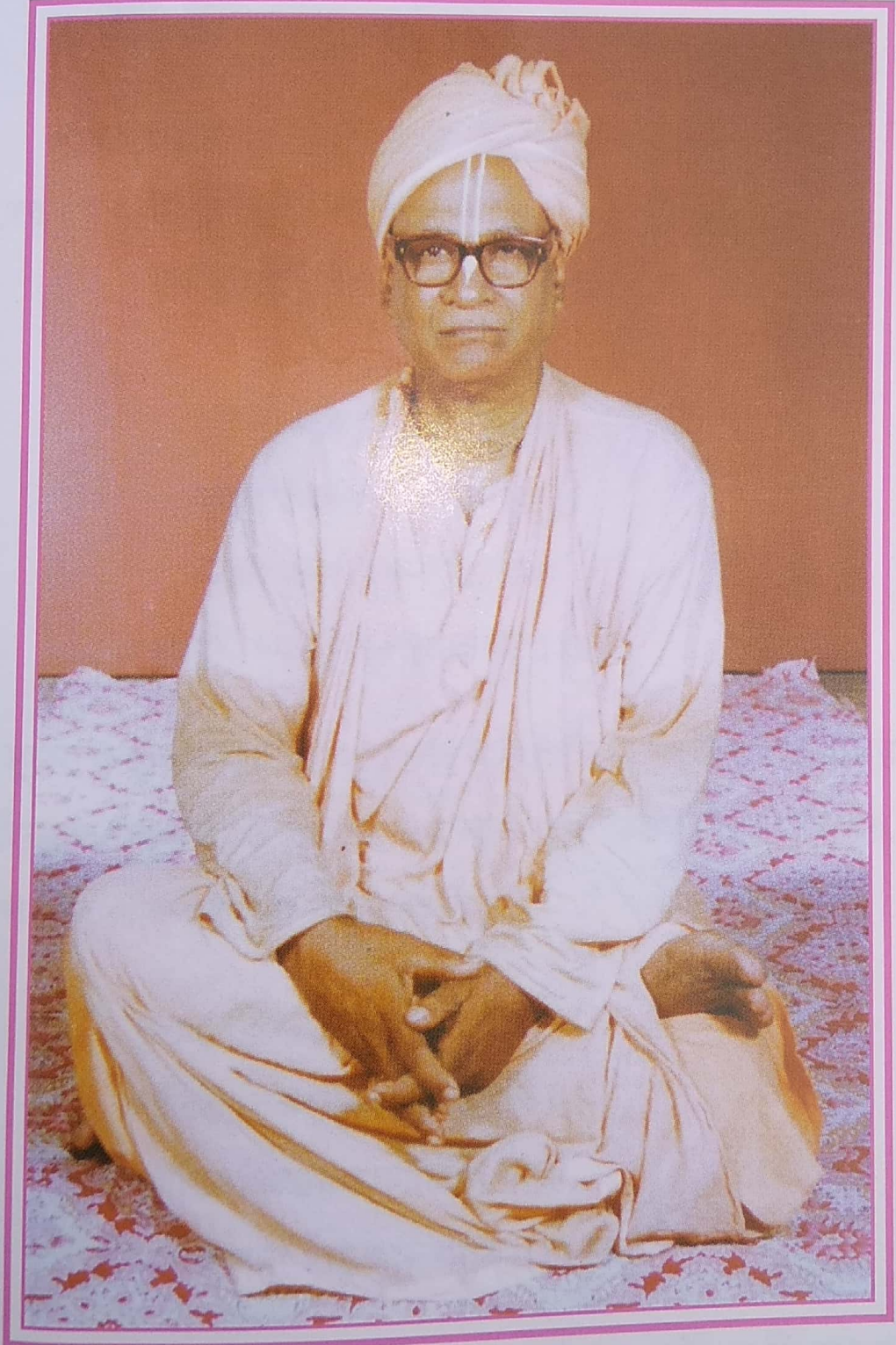
ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ

শ্রীগুরুদেবের বন্দনাষ্টক উচ্চৈস্বরে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যিনি পাঠ করেন সাক্ষাৎ বৃন্দাবননাথ তাঁহারে সেবা প্রদান করিয়া থাকেন ইহা সন্তগণের কথিত।।৯।।

শ্রী শ্রী প্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক
শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ বিরচিত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য
গোস্বামী মহারাজকৃত বঙ্গানুবাদ

সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং
যুগধর্ম্মধুরন্ধর-পাত্রবরম্।
বরদাভয়দায়ক-পূজ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।১।।

অসংখ্য সুজন কর্ত্তৃক আরাধিত পাদপদ্ম, যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রচারের মূলাশ্রয়, ভক্তিরূপ বরদাতা ও সংসার ভয় নাশ রূপ অভয় দাতা পূজ্যবর, সেই শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্ম সদা বন্দনা করি।

ভজনোর্জ্জিতসজ্জনসঙ্ঘপতিং
পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।২।।

যাঁহার ভজনাদর্শে আকৃষ্ট সজ্জনগণের পালনকারী অধিকতর পতিতগণের প্রতি করুণা বিশিষ্ট, গতি বঞ্চিত বঞ্চকগণের পক্ষে অচিন্তপদ

সেই শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্ম সদা বন্দনা করি।

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুং
তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্।
মদনার্ব্বুদবন্দিতচন্দ্রপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।৩।।

অতি কোমল স্বর্ণবর্ণবৎ দীর্ঘ শরীর এবং সেই বপুর স্নিগ্ধতা স্বর্ণ মৃণালকে লজ্জিত করে। অসংখ্য কামদেবের সৌন্দর্য্য বন্দিত পদ সেই প্রভুপাদের পাদপদ্ম সদা বন্দনা করি।

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং
বিধুতাহিত-হুঙ্কৃতসিংহবরম্।
বরণাগতবালিশ-শন্দপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।৪।।

নিজ সেবকের কল্যাণ জ্যোৎস্না প্রকাশক চন্দ্র স্বরূপ এবং যিনি ভক্তদ্বেষীগণের নিকট সিংহবৎ হুংকারকারী, অতি অজ্ঞজনও যাঁহার আশ্রয় করিয়া কল্যাণ ভাগী হয়, আমি সেই প্রভুপাদের পাদপদ্ম সদা বন্দনা করি।

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্।
দয়নীয়গণার্পিত-গৌরপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।৫।।

যিনি গৌরধাম-ঐশ্বর্য্য বিপুলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, গৌরহরির মহাবদান্যতার দান সর্ব্ব বিশ্বে বিতরণ করিয়াছেন, দয়ার পাত্র জনগণের হৃদয়ে গৌরপাদপদ্ম স্থাপন করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্ম

সদা বন্দনা করি।

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং
গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপরম্।
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।৬।।

যিনি নিত্যকাল গৌর জনগণের আশ্রয় স্বরূপ এমন সর্ব্বজগতের গুরু তিনি আবার শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবার দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীভক্তিবিনোদ পাদপদ্ম যাঁহার অতীব আদরের বস্তু সেই প্রভুপাদের পাদপদ্মকে সদা বন্দনা করি।

রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং
ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্।
কবিরাজ-নরোত্তমসখ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।৭।।

শ্রীরূপ, রঘুনাথ ও সনাতন গোস্বামীগণের কীর্ত্তি ধারণ করেন। এবং শ্রীজীব গোস্বামীর লেখনী সিদ্ধান্ত ধারাকে যিনি সর্ব্ব বিশ্বে বিস্তার করিয়াছেন আমি সেই শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্মকে সদা বন্দনা করি।

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং
ধরণীভরহারক-গৌরজনম্।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।৮।।

যিনি কৃপাপূর্ব্বক হরিকীর্ত্তন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, পৃথিবীর ভাররূপ পাপ ও অপরাধ বিদূরিত করিয়াছেন এমন গৌরজন জগতের জনক

অপেক্ষা অধিক স্নিগ্ধ বাৎসল্যের আধার এমন শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্মকে বন্দনা করি।

শরণাগতকিঙ্করকল্পতরুং
তরুধিক্কৃতধীরবদান্যবরম্।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিতদিব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।৯।।

শরণাগত সেবকগণের নিকট কল্পতরু সদৃশ আবার সেই কল্পতরুকে ধিক্কারকারী যাঁহার ধৈর্য্য ও বদান্যতা, জগতের শ্রেষ্ঠ বরদানকারীগণেরও অর্চ্চিত পদ এমন সেই শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্ম সদা বন্দনা করি।

পরমহংসবরং পরমার্থপতিং
পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশযতিম্।
যতিরাজগণৈ পরিসেব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।১০।।

যিনি পরমহংসগণের মধ্যে অতীব মহান, যিনি পতিত জনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত সন্ন্যাসী বেশ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডী যতিরাজগণ কর্ত্তৃক নিত্য সেবিত হন সেই শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্ম সদা বন্দনা করি।

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং
চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্।
মহদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ।।১১।।

যিনি বৃষভানু সুতা শ্রীরাধারাণীর অতি প্রিয় গোবিন্দের নিত্যানুচর, যাঁহার শ্রীচরণরেণু আমি সর্ব্বদা মস্তকে বহন করি। যাঁহার অদ্ভুত লোকদ্ধারন

শক্তি সমন্বিত পাদপদ্ম সেই শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্মকে সদা বন্দনা করি।

শ্রীগুরু-পরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি।
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্বকহে ব্যাস-দাস
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ-গতি।।
নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গিকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে।।
তাঁহা হইতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে।।
জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তাঁ' হতে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সূরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হতে মাধবেন্দ্র পুরী।।
মাধবেন্দ্র পুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌর মহাপ্রভু।।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ, নহে অন্য,

রূপানুগ জনের জীবন।

বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,

শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন।।

রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন,

তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,

যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ।।

বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,

তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।

মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,

হরিভজনেতে যাঁর মোদ।।

শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্য-সেবাপরা,

তাঁহার দয়িতদাস নাম।

সরস্বতী কিঙ্কর শ্রীমধুসূদন বর

যাঁর পদে শ্রী আচার্য্যের স্থান।।

গৌড়ীয় যতিগণ শত অষ্ট মধ্যে নাম

ভকতি সিদ্ধান্ত রসধাম।

এইসব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজজন

তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম।।

* * * *

শ্রীগুরু-বন্দনা

পতিত পাবন শ্রীগুরুদেব! রাখ পদদ্বন্দ্বে।

কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে।।

মনোবাঞ্ছা - সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
যেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ।।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার।।
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি।।
রাধাকৃষ্ণ - লীলাগুণ গাঁও রাত্রিদিনে।
নরোত্তম - বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে।।

❋ ❋ ❋ ❋

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে।।
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এঁই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা।।
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম ভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত।।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ, লোকের জীবন।
হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,

তুয়াপদে লইনু শরণ।।

❋ ❋ ❋ ❋

(গুরুদেব!) কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর
নিজ মানে স্পৃহাহীন।।
সকলে সম্মান করিতে শকতি
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত গাহিব হরিনাম সুখে
অপরাধ হবে হত।।
কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন আমি অতি দীন
কর মোরে আত্মসাৎ।।
যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
(তোমার) করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর।।

❋ ❋ ❋ ❋

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

গুরুদেব! দয়াময়!
প্রাণের যাতনা জানাব কি তোমা

হয়েছে, জীবন যন্ত্রণাময় ।।১।।

শ্রীকৃষ্ণে ভজিতে নাহি চাহে মতি,
বিষয়-ভোগেতে প্রবলা আসক্তি,
বিষয়ের আশা নাহি ছাড়ে মন
বিষয়েতে সদা ধায় ।।২।।

কৃষ্ণদাস্য ভুলি' মায়ারে ভজিনু,
আপন স্বরূপ কভু না চিন্তিনু
বিরূপে স্বরূপ ভাবি' মূঢ় মন
মায়াতে আকৃষ্ট হয় ।।৩।।

দুষ্ট-সঙ্গফল না বুঝিনু হায়,
সাধু কাছে যেতে চিত্ত নাহি চায়,
অসতের সঙ্গে থাকিয়া সতত
চিত্ত হ'ল বজ্রপ্রায় ।।৪।।

কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-আশা,
চাহে মোর চিত্ত আর প্রতিষ্ঠাশা,
কিরূপে শোধিত হ'বে মোর চিত
এই চিন্তা সদা হয় ।।৫।।

তব কৃপাকণ আমার সম্বল,
তব কৃপা বিনা নাহি অন্য বল,
কৃপা কর প্রভো দিয়া চিদ্‌বল,
দাস তোমা প্রণময় ।।৬।।

সাধুসঙ্গে থাকি' ছয় বেগ দমি'
শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবি যেন আমি;

হেন মতি যাচে তব দাসাধম
বন্দি তব রাঙ্গা পায় ।।৭।।
ওহে গুরুদেব! তব শ্রীচরণ,
সেবে যেন সন্ত জনম জনম,
এই আশীর্ব্বাদ যাচি' অভাজন
তব পদে স্থান চায় ।।৮।।

* * * *

গুরুদেব!
বড় কৃপা করি', গৌড়বন-মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি',
হরিনাম করগান ।।১।।
কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ দাসেরে দয়া করি'।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি।।২।।
শৈশব-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে, এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ ।।৩।।
বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ।।৪।।

❁ ❁ ❁ ❁

গুরুদেব! আর কবে করুণা করিবে?
জীবনের বেলা, অবসান প্রায়, ভাবিয়া আকুল এবে।।
আশ্রয় লভিয়া, তব শ্রীচরণে, বৃথা গেল দিন মোর।
আপন স্বরূপ, জাগিল না মনে, গেল না মায়ার ঘোর।।
মালা ফিরাইতে, জনম কাটিল, না গেল মনের ফের।
বিষয় কাননে, কতনা ভ্রমিল, যেমতি লোলুপ 'শের'।।
তোমার চরণ, স্মরণ করিতে, যখন একান্তে বসি।
কামনা-সায়রে, কখন তরিতে এ-মন চলয়ে ভাসি।।
দুরাশা মানসে, তবু যাচে দাসে, তুমি ত করুণাময়।
অন্তিম দিবসে, চরণ সরোজে, অধমে দিও আশ্রয়।।

❁ ❁ ❁ ❁

গুরুদেব! কবে তব করুণা প্রকাশে।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, হয় নিত্য তত্ত্ব, এই দৃঢ় বিশ্বাসে।
'হরি হরি বলি', গোদ্রুম-কাননে, ভ্রমিব দর্শন আশে।।
নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর পঞ্চজন।
কৃষ্ণনাম-রসে ভাসাবে জগৎ, করি মহা-সংকীর্ত্তন।।
নর্ত্তন বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন শুনিব আপন কানে।
দেখিয়া দেখিয়া, সে লীলা-মাধুরী, ভাসিব প্রেমের বানে।।
না দেখি আবার, সে লীলা রতন, কাঁন্দি 'হা গৌরাঙ্গ' বলি।
আমারে বিষয়ী, 'পাগল' বলিয়া, অঙ্গেতে দিবেক ধুলি।।

❁ ❁ ❁ ❁

গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন হবে?

মন স্থির করি' নির্জ্জনে বসিয়া
কৃষ্ণনাম গা'ব যবে।
সংসার-ফুকার কানে না পশিবে
দেহ-রোগ দূরে র'বে ।।
'হরে কৃষ্ণ' বলি' গাহিতে গাহিতে
নয়নে বহিবে লোর।
দেহেতে পুলক উদিত হইবে
প্রেমেতে করিবে ভোর ।।
গদ গদ বাণী মুখে বাহিরিবে
কাঁপিবে শরীর মম।
ঘর্ম্ম মুহুর্মুহুঃ বিবর্ণ হইবে
স্তম্ভিত প্রলয় সম ।।
নিষ্কপটে হেন দশা কবে হ'বে
নিরন্তর গান গা'ব।
আবেশে রহিয়া দেহযাত্রা করি'
তোমার করুণা পাব ।।

❋ ❋ ❋ ❋

শ্রীগুরু প্রণাম-মন্ত্রের অনুবাদক্
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

অজ্ঞান তিমিরেরে যে গুরু নাশ করে
জ্ঞান অঞ্জন নয়নে দেয়।
অন্ধের নয়ন, করে উন্মিলন

সে গুরু চরণে নমি অমায়ায়।।

অজ্ঞান তিমিরেরে ......

নাম গোবিন্দের, মন্ত্র গোবিন্দের

শচীসুত আর নিত্যানন্দ;

রূপাগ্রজ সনাতন, মধুপুরী বৃন্দাবন,

গোবর্দ্ধনানন্দ রাধাকুন্ড।।

শ্রী রাধিকা-নন্দসুতে প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে,

পুনঃ পুনঃ নমি হে তোমায়।

অজ্ঞান তিমিরেরে যে গুরু নাশ করে

জ্ঞান অঞ্জন নয়নে দেয়।।

ব্রহ্মা হন কর্ম্মীগুরু, মহেশ হন জ্ঞানীগুরু

যোগী গুরু মহাবিষ্ণু রায়।

পরব্রহ্ম গোবিন্দ, ভক্ত গুরু প্রাণানন্দ

সর্ব্ব নতি গুরু পদে ধায়।।

অজ্ঞান তিমিরেরে ....

অখন্ড মন্ডল, ব্রহ্মান্ড চৌদ্দদল

চরাচর ব্যাপ্তি যিনি রয়।

ভকত হৃদয় মাঝ, সেইজ্ঞান দান কাজ

সেই গুরু পদে নতি রয়।।

অজ্ঞান তিমিরেরে, যে গুরু নাশ করে

জ্ঞান অঞ্জন নয়নে দেয়।।

❊ ❊ ❊ ❊

শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা ও শ্রীবৈষ্ণব তত্ত্ব

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ।।
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ।।
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত।।
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড় দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি।।
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
উর্দ্ধবাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ।।
হৈয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস।।
ব্রহ্মান্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে।।
মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ।।
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি।।
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।

দোষ ক্ষমি' মো অধমে কর নিজ দাস।।
সর্ব্ববাঞ্ছাসিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমভক্তি লুটে।।
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়।।

* * * *

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া শোধহে আমারে
তোমার চরণ ধরি।।
ছয় বেগ দমি' ছয় দোষ শোধি'
ছয় গুণ দেহ' দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে।।
একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ' কৃষ্ণনাম ধনে।।
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে।।

* * * *

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই।।
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়।।
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।।
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান।।
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ।।
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি।।

✽ ✽ ✽ ✽

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ অবনীর সুসম্পদ
শুন ভাই হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।।
বৈষ্ণবচরণ জল প্রেমভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণবচরণ-রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত।।
তীর্থজল পবিত্র গুণে লিখিয়াছে পুরাণে

সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।

বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব

যাতে হয় বাঞ্ছিত পুরণ।।

বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ

সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।

দীন নরোত্তম কান্দে হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে

মোর দশা কেন হইল ভঙ্গ।।

❀ ❀ ❀ ❀

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই নিবেদন

মো বড় অধম দুরাচার।

দারুণ সংসার নিধি তাহে ডুবাইল বিধি

কেশে ধরি' মোরে কর পার।।

বিধি বড় বলবান্ না শুনে ধরম জ্ঞান

সদাই করম-পাশে বান্ধে।

না দেখি তারণ লেশ যত দেখি সব ক্লেশ

অনাথ কাতরে তেঁই কান্দে।।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ

আপন আপন স্থানে টানে।

ঐছন আমার মন ফিরে যেন অন্ধজন

সুপথ বিপথ নাহি জানে।।

না লইনু সৎ মত অসতে মজিল চিত

তুয়া পায়ে না করিনু আশ।

নরোত্তম দাসে কয় দেখি শুনি লাগে ভয়

তরাইয়া লহ নিজ পাশ।।

❋ ❋ ❋ ❋

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া।।
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান।।
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম।।
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর।।
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়।।
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে।।

❋ ❋ ❋ ❋

কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হইল আমার।।
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল।।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।

গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী।।
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়।।
অদোষদরশী প্রভো পতিত উদ্ধার'।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার।।

✽ ✽ ✽ ✽

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর।।
'আমি ত বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী।।
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজলরেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি।।
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র।।
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি

কাঁদিয়া লুটিব ভূমি।।

❁ ❁ ❁ ❁

শুদ্ধভকতচরণরেণু ভজন-অনুকূল।
ভকতসেবা পরমসিদ্ধি প্রেমলতিকার মূল।।
মাধবতিথি ভক্তি-জননী যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি বসতি বলি' পরম আদরে বরি।।
গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে।।
মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচে।
গৌরবিহিত কীর্ত্তন শুনি' আনন্দে হৃদয় নাচে।।
যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়।।
যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভায়।
চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায়।।
তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ মাধবতোষণী জানি।
গৌর-প্রিয় শাক-সেবনে জীবন সার্থক মানি।।
ভকতিবিনোদ কৃষ্ণভজনে অনুকূল পায় যাহা।
প্রতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার করয়ে তাহা।।

❁ ❁ ❁ ❁

বৈষ্ণব কে?

(প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বিরচিত)

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?

প্রতিষ্ঠার তরে নির্জ্জনের ঘরে
তব হরিনাম কেবল কৈতব ।।
জড়ের প্রতিষ্ঠা শুকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব?
কনক কামিনী দিবস-যামিনী
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব ।।
তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব ।।
প্রতিষ্ঠাশা তরু জড়মায়ামরু
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ।।
হরিজনদ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশাক্লেশ
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব ।।
সে হরিসম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।
প্রতিষ্ঠা-চন্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ।।
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।

মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব-ঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব ।।
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তার-সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা বশে, তুমি জড়রসে,
ম'জেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব ।।
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত' সেই সব ।।
সেই দুটি কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।
ফল্গু আর যুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব ।।
কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথা পায় পরাভব ।।
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ।।
সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।

কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠা সম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব ।।
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব ।।
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন ডাকিছ নির্জ্জন আহব ।।
যে ফল্গু-বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি' নির্জ্জনতা বাড়ি,
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব ।।
রাধা-দাস্যে রহি; ছাড় ভোগ-অহি
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজন কৈতব ।।
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন-কৃষ্ণগাথা সব ।।
শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।

কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ।।

✽ ✽ ✽ ✽

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি'।।
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ।।
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাস পালন।।
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার।।
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থণা শুনে শ্রীনন্দকুমার।।
রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি'।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, "আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম।।"

✽ ✽ ✽ ✽

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে।।
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার।
মো-সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।।
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী।

কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী।।
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপা-বলে পাই চৈতন্য নিতাই।।
গৌরপ্রেমময় তনু পণ্ডিত গদাধর।
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ মোরে দয়া কর।।
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ।।
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।

✽ ✽ ✽ ✽

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।।
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া।।
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি।।
এত বলি' নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোণার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায়।।
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল।।

✽ ✽ ✽ ✽

নিতাই-পদ-কমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি, ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি।।
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।।

* * * *

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী।।
প্রেমবন্যা লয়ে নিতাই আইল গৌড় দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে।।
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে।।
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান।

লোচন বলে হেন নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল।।

❀ ❀ ❀ ❀

নিতাই মোর জীবন ধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি।।
সংসার-সুখের মুখে তুলে দিব ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই।।
যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব।।
গঙ্গা যার পদ-জল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পেয়ে মরে।।
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাই তার মাঝ মুখখানে।।

❀ ❀ ❀ ❀

দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোরে।
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে।।
জয় প্রেমভক্তিদাতা-পতাকা তোমার।
উত্তম অধম কিছু না কৈলে বিচার।।
প্রেমদানে জগজনের মন কৈলা সুখী।
তুমি হেন দয়ার ঠাকুর আমি কেনে দুঃখী।।
কানুরাম দাস কহে কি বলিব আমি।
এ বড় ভরসা মোর কূলের ঠাকুর তুমি।।

❀ ❀ ❀ ❀

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্‌রে আমার মন।
(ওরে) নাচ্‌রে আমার মন, নাচ্‌রে আমার মন।।
(এমন দয়াল তো নাই রে, মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে, পাবে প্রেমধন।।
(ও নামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে, ঘুচিবে বন্ধন।।
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হবে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন।।
(কৃষ্ণরতি) বিনা জীবন তো মিছে হে।
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন।।
(গৌরকৃপা হ'লে হে)

❊ ❊ ❊ ❊

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ।।
(শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে)
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ।।
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ।।
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার ।।

❊ ❊ ❊ ❊

নিতাই - গৌরনাম, আনন্দের ধাম, যেই জন নাহি লয়।
তারে যমরায়, ধরে লয়ে যায়, নরকে ডুবায় তায়।।

তুলসীর হার, না পরে সে ছার, যমালয়ে বাস তার।
তিলক ধারণ, না করে যে জন, বৃথাই জনম তার।।
না লয় হরিনাম, বিধি তারে বাম, পামর পাষন্ড মতি।
বৈষ্ণব সেবন, না করে যে জন, কি হবে তাহার গতি।।
গুরুমন্ত্র সার, কর এইবার, হইবে বরজে বাস।
তমোগুণ যাবে, শুদ্ধ সত্ত্ব পাবে, হইবে কৃষ্ণের দাস।।
এ দাস লোচন, বলে অনুক্ষণ, নিতাই গুণ গাও সুখে।
হেন রস সার, রতি নাহি যার, চুনকালি তার মুখে।।

❀ ❀ ❀ ❀

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর অদ্বৈত গোঁসাই।
তিনে ভেদ বুদ্ধি যার, সেই পাপী দুরাচার,
তার গতি কোন কালে নাই।।
কোন অন্ধ মূঢ়মতি, চৈতন্য করয়ে রতি
নিত্যানন্দ অদ্বৈত না মানে।
আপনি চৈতন্য তারে, করিবেন সংহারে,
নরকে পরিবে সেইজনে।।
প্রভু অবধূত হৈতে, নীচ হৈল ভাগবতে,
জগতে বহয়ে প্রেম বন্যা।
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত হৈতে, প্রভু আইলা অবনীতে,
তেঞিও কলিযুগ হৈল ধন্যা।।
এক তত্ত্ব দেহ তিন, লীলা কারুণ্যেতে ভীন,
নাহি জানে পাপী দুরাচার।

পুরুষোত্তম দাস কয়, তিনে ভেদ যার হয়,
তার সঙ্গ না হউক আমার।।

❋ ❋ ❋ ❋

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন, নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার-সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ-কন্দ।।
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য-নিতাই, সুদৃঢ় বিশ্বাস করি'।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল হরি হরি।।
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা।
পশুপাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি' যাঁর গুণ-গাথা।।
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায় শমন, কহয়ে লোচন দাস।।

❋ ❋ ❋ ❋

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতিরস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাঙ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি' মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়-মন্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি

তার হয় ব্রজভূমে বাস।।

গৌর-প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে

সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।

গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে

নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।।

* * * *

'গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর।।
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।।
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি।।
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

* * * *

গৌরাঙ্গ! তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
আপন করিয়া রাঙা চরণে রাখিহ।।
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু।।
একুলে ওকুলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি।।

বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া।
কৃপাকরি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া।।

❊ ❊ ❊ ❊

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ভোজনে শয়নে দেহের যতনে
ছাড়িব বিরক্ত হঞা।।
নবদ্বীপ-ধামে নগরে নগরে
অভিমান পরিহরি'।
ধামবাসি-ঘরে মাধুকরী ল'ব,
খাইব উদর ভরি'।।
নদীতটে গিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি
পিব প্রভু-পদজল।
তরুতলে পড়ি আলস্য ত্যজিব,
পাইব শরীরে বল।।
কাকুতি করিয়া 'গৌর-গদাধর'
শ্রীরাধামাধব' নাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকি' উচ্চরবে
ভ্রমিব সকল ধাম।।
বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে
হৃদয়ের বন্ধু জানি'।
বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর কীর্ত্তন
দেখাইবে দাস মানি'।।

❊ ❊ ❊ ❊

এ মন, গৌরাঙ্গ বিনে আর।

হেন অবতার, হবে কি হয়েছে,

হেন প্রেম পরচার।।

দুরমতি অতি, পতিত পাষন্ডী,

প্রাণে না মারিল কারে।

হরিনাম দিয়া, হৃদয় শোধিল,

যাচি' গিয়া ঘরে ঘরে।।

ভব-বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম,

জগতে ফেলিল ঢালি'।

কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,

বাজাইয়ে করতালি।।

হাসিয়ে কাঁদিয়ে প্রেমে গড়াগড়ি,

পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।

চন্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,

কবে বা ছিল এ রঙ্গ।।

ডাকিয়ে হাঁকিয়ে খোল করতালে,

গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।

দেখিয়া শমন তরাস পাইয়ে,

কপাট হানিল দ্বারে।।

এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,

উঠিল মঙ্গল-সোর।

কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল তোর।।

❋ ❋ ❋ ❋

অবতার সার গোরা অবতার,
কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে ।।
কন্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন)
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাঁহারে ভাবিলি বিষে ।।
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন)
নাসাতে পশিল কীট।
'ইক্ষুদন্ড ভাবি' কাঠ চুষিলি (মন)
কেমনে পাইবি মিঠ ।।
'হার' বলিয়া, গলায় পরিলি (মন)
শমন কিঙ্কর সাপ।
'শীতল' বলিয়া, আগুন পোহালি
পাইলি বজর তাপ ।।
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা।

ইহ-পরকাল, দুকাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা ।।

❋ ❋ ❋ ❋

ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ বিরচিত

এস মম হৃদি মন্দিরে শ্রীগৌরহরি,
পঞ্চতত্ত্ব রূপে তোমায় দেখব আমি নয়ন ভরি।
(তুমি) ব্রজে ছিলে ব্রজের রাখাল (গৌর হে)
নদে হ'লে দ্বিজের ছাওয়াল,
তুমি কালো ছিলে গৌর হ'লে
কি বাসনা মনে করি।
কালো'রূপ সাজিত ভাল, গৌররূপ তা হ'তেও ভাল
(ওগো) শচীর নন্দন এখন তোমার ঐ সন্ন্যাসীরূপ হেরিতে নারি।
গলে বনমালা ছিল (গৌর হে) এখন কে তা কেড়ে নিল,
তুলসীর মালা গলায় দিল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নাসা ভরি।
তুমি কারে দিলে মোহন চূড়া কারে দিলে পীতধড়া
মাথা নেড়া গেরুয়া বসন পরলে তুমি কেমন করি।
রাধা রাধা রাধা বলি' বাজাতে মোহন মুরলী,
মুরলী বিনা ঐ বদনে বল'ছ সদাই হরি হরি।
(হে) নদের চাঁদ নদে করে, এস মম হৃদ মাঝারে,
তোমার গৌররূপ নয়নে হেরে মানব জনম সফল করি।

❋ ❋ ❋ ❋

এইবার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।

মো সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই।।
মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জ্বর জ্বর।।
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা সবারে হৈতে বুঝি মোর পাপভারী।।
অশেষ পাপের পাপী জগাই-মাধাই।
তা সবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুটি ভাই।।
লোচন বলে মো অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে।।

❁ ❁ ❁ ❁

কে গো তুমি কাঙ্গাল বেশে,
দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াও।
অতি বড় ব্যথার ব্যথি,
(তাই) নয়ন জলে বক্ষঃ ভাসাও।।
অধম পতিত আচন্ডালে,
স্নেহের কোলে লও গো তুলে।
দিব্য প্রেমের আঁখি খুলে,
ভব-বাঞ্ছিত-পদ দেখায়ে দাও।।
এমন দয়াল কে গো তুমি,
বিলালে প্রেম চিন্তামণি।
ধর, লও বলে প্রেমের খনি,
আচন্ডালে বিলায়ে দাও।।

আচন্ডালে প্রেম জুড়াইলে,
(মায়া) মুগ্ধ জীবের ভবক্ষুধা,
চিরতরে মিটায়ে দাও।।
যমুনার কুলে কদম্বের মূলে,
বাজাইতে বাঁশী রাধা, রাধা বলে।
সেই না তুমি গৌর হয়ে,
নদে এসে জীব তরাও।।

❁ ❁ ❁ ❁

গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
গৃহে থাক, বনে থাক, সদা হরি ব'লে ডাক।
সুখে দুঃখে ভুলো নাক, বদনে হরিনাম কর রে।
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে আছ মিছে কাজ ল'য়ে,
এখনও চেতন পেয়ে, রাধামাধব-নাম বলরে।।
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ।
ভক্তিবিনোদ-উপদেশ, একবার নামরসে মাত রে।।

❁ ❁ ❁ ❁

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে-হরে কৃষ্ণ হরে ।।ধ্রু।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
একবার বল রসনা উচ্চৈঃস্বরে।

(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা জীবন,

শ্রীরাধারমণ প্রেম-ভরে।।

(বল) শ্রীমধুসূদন গোপী-প্রাণধন,

মুরলীবদন, নৃত্য ক'রে।

(বল) অঘ নিসূদন, পূতনা ঘাতন,

ব্রহ্মবিমোহন, উর্দ্ধ করে।।

❀ ❀ ❀ ❀

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভূবন করে যাঁর চরণ বন্দন।।
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধর।
নদীয়া নগরে দন্ড-কমন্ডলু কর।।
কেহ বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা।
গোলকের বৈভবলীলা প্রকাশ করিলা।।
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
'হরেকৃষ্ণ' নাম গৌর করিলা প্রচার।।
বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড়হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।।

❀ ❀ ❀ ❀

জয় শচীনন্দন, সুরমুনি বন্দন,

ভব ভয়-খন্ডন জয় হে!

জয় হরি কীর্ত্তন, কর্ত্তন বর্ত্তন,

কলিমল-কর্ত্তন জয় হে।।

নয়ন-পুরন্দর, বিশ্বরূপ স্নেহধর

বিশ্বম্ভর বিশ্বের কল্যাণ।
জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া, বিশ্বম্ভর প্রিয়হিয়া,
জয় প্রিয় কিঙ্কর ঈশান।।
শ্রীসীতা-অদ্বৈতরায়, মালিনী শ্রীবাস জয়'
জয় চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ রায়, গদাধর জয় জয়,
জয় হরিদাস নামাচার্য্য।।
মুরারি মুকুন্দ জয়, প্রেমনিধি মহাশয়,
জয় যত প্রভু পারিষদ।
বন্দি সবাকার পায়, অধমেরে কৃপা হয়,
জয় সপার্ষদ প্রভুপাদ।।

❀ ❀ ❀ ❀

(যদি) গৌর না হইত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে'
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার?
গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভব সাগরে এমন দয়াল

না দেখিয়ে একজন।।

গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া

কেমনে ধরিনু দে'

বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া

(বিধি) কেমনে গড়িয়াছে।।

* * * *

সুন্দরলালা শচীদুলালা,

নাচত শ্রীহরি-কীর্ত্তন মেঁ।

ভালে চন্দন তিলক মনোহর

অলকা শোভে কপোলন মেঁ।।

সুন্দরলালা শচীদুলালা,

নাচত শ্রীহরি-কীর্ত্তন মেঁ।।

শিরে চূড়া দরশীবালে,

বনফুলমালা হিয়াপর দোলে।

পহিরন পীত-পটাম্বর শোভে,

(নূপুর) রুণু ঝুনু চরণো মেঁ।।

রাধা-কৃষ্ণ এত তনু হ্যায়

নিধুবন মাঝে বনঁশী বাজায়।

বিশ্বরূপ কি প্রভুজী সহি

আওত প্রকটহি নদীয়ামে।।

সুন্দরলালা শচীদুলালা,

নাচত শ্রীহরি-কীর্ত্তন মেঁ।।

কোই গায়ত হ্যায় রাধাকৃষ্ণ নাম,

কোই গায়ত হ্যায় হরিগুণ গান।

মঙ্গলতান—মৃদঙ্গ রসাল
বাজত হ্যায় কোই রঙ্গণ মেঁ।।

✽ ✽ ✽ ✽

উদিল অরুণ পূরব ভাগে
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে।
ভকত সমূহ লইয়া সাথে
গেলা নগরব্রাজে।।

তাথই তাথই বাজল খোল
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোণার অঙ্গ
চরণে নূপুর বাজে।।

মুকুন্দ মাধব যাদব হরি
বলেন বলরে বদন ভরি;
মিছে নিদবশে গেল রে রাতি
দিবস শরীর সাজে।।

এমন দুর্ল্লভ মানব দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা সুত,
চরমে পড়িবে লাজে।।

উদিত তপন হইলে অস্ত
দিন গেল বলি হইবে ব্যস্ত
তবে কেন এবে অলস হইয়ে
না ভজ হৃদয়রাজে।।

জীবন অনিত্য জানহ সার

তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে।।

কৃষ্ণনামসুধা করিয়া পান
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ।
নাম বিনা কিছু নাহিক আর
চৌদ্দ ভুবনমাঝে।।

জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম
জগতে আসি, এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির-তপন রূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে।।

❀ ❀ ❀ ❀

শ্রী শচীতনয়াষ্টকম্

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহম্।

ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।।১।।

উজ্জ্বল গৌরতনু, নিরবধি বিচিত্রভাব বিলাসকারী এবং কৃপার লেশ মাত্রে ত্রিভূবন পবিত্রকারী শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।।১।।

গদগদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালম্।

ভবভয়ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।।২।।

যাঁহার অন্তরে গদগদভাব বিকার, বিশাল নাদ (ধ্বনি) দুর্জ্জনের তর্জ্জনকারী এবং যাঁহার করুণা ভব-ভয়-ভজনের কারণ, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।।২।।

অরুণাম্বরধর-চারুকপোলং

ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয় রুচিরম্।

জল্পিত-নিজ গুণনাম-বিনোদং

তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।।৩।।

যিনি অরুণ-বর্ণ অম্বর (বস্ত্র) ধারী, যাঁহার চারু কপোল (গন্ডস্থল) মনোহর, যাঁহার নখ সমূহের জ্যোতিঃ ইন্দু বিনিন্দিত এবং যিনি নিজ নাম গুণ কীর্ত্তনে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।।৩।।

বিগলিত-নয়ন-কমল জলধারং

ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্।

গতি অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং

তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।।৪।।

যাঁহার নয়ন-কমল হইতে জলধারা (অশ্রু) বিগলিত হইতেছে, নবরস ভাববিকার যাঁহার ভূষণ এবং নিত্য বিলাস হেতু যাঁহার গতি অতি মন্থর, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।।৪।।

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং

মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগমধুরম্।

চন্দ্রবিনিন্দিত-শীতলবদনং

তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।।৫।।

যাঁহার নূপুর শোভিত শ্রীচরণ যুগলের গতি মনোহর এবং চন্দ্র-বিনিন্দিত শীতল, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।।৫।।

ধৃত-কটি-ডোর-কমন্ডলু-দন্ডং
দিব্য-কলেবর-মুন্ডিত-মুন্ডম্।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খন্ডন-দন্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।।৬।।

যিনি কটিডোর কমন্ডলু-দন্ডধারী, মুন্ডিত মস্তক, দিব্য কলেবর বিশিষ্ট এবং যাঁহার দন্ড দুর্জ্জনের কল্মষ খন্ডনকারী, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।।৬।।

ভূষণ ভূরজ-অলকা-বলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৭।।

যাঁহার (নৃত্য হেতু) অলকাবলী ধুলিময় ভূষণ বিশিষ্ট কম্পিত বিম্বাধর মনোহর এবং যিনি মলয়জ (চন্দন) বিরচিত উজ্জ্বল তিলকধারী, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।।৭।।

নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-নয়নং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলম্।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।।৮।।

যাঁহার অরুণ নয়ন কমলদলের নিন্দাকারী, শ্রীভুজযুগল আজানুলম্বিত এবং নর্ত্তকবেশী কৈশোর কলেবর, সেই শ্রীশচীতনয়কে আমি প্রণাম করি।।৮।।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেন বিরচিতম্)

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং-প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ।।১।।

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা।।
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী।।
হেলা-ভবদাব-নির্ব্বাপণ-বৃত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি।।
শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধু-জ্যোৎস্না-প্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস।।
বিশুদ্ধবিদ্যাবধু-জীবন রূপ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ।।
আনন্দ-পয়োনিধি-বর্দ্ধন-কীর্ত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবন-মূর্ত্তি।।
পদে পদে পীযুষ-স্বাদ-প্রদাতা।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা।।

ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপন-বিধান।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেম-নিদান।।

❋ ❋ ❋ ❋

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ।।২।।

তুঁহু দয়া-সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি।।
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা।।
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা।।
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ! ভাগ হামারা।।
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর।।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।৩।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তহি লভ অধিকার।।

তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন, ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার।।
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন।।
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে।।
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়।।
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা।।
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন।।
ভকতিবিনোদ কাঁদি বলে প্রভু পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়।।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ।।৪।।

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ সুখ, বিদ্যা, ধন, জন।।
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভুতির লাগি'।।

নিজ-কর্ম্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই।।
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে।।
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউ চরণে তোমার।।
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে।।
পশুপক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে।।

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং
বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তবপাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলী-সদৃশং
বিচিন্তয় ।।৫।।

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়।।
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-ঊর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,

অবসান হৈল আসি' বেলা।।
জ্ঞান-কর্ম্ম-ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই'
অবশেষে ফেলে সিন্ধু-জলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে।।
পতিত কিঙ্করে ধরি' পাদপদ্ম-ধূলি করি'
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব-নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ-
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়।।

নয়নং গলদশ্রু-ধারয়া
বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ
কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ।।৬।।

অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়া হরি, তব নাম উচ্চ করি'
বড় দুঃখে ডাকি বারবার।।
দীন দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ।।
কবে তুয়া নাম উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দরদর লোর।।
গদগদ-স্বর কণ্ঠে উপজব।

মুখে বোল আধ আধ বাহিরব।।

পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হব বারবার।।

বিবর্ণ শরীরে হারাওবুঁ জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবু পরাণ।।

মিলব হামার কিয়ে ঐছে দিন।
রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন।।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ।।৭।।

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয়।।
ব্রজবাসীগণ, মোর প্রাণ রাখ
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ মিনতি মানিয়া,
লওহে তাহার সাথে।।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ-প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ।।৮।।

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তিঁহো—রস-সুখরাশি,

আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর প্রাণ-মন,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ।।
যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে।
রাধাসহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে।।

মঙ্গল আরতি
(প্রভাতী)

যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ,
মদনমোহন জয় অনন্ত মুকুন্দ।
অচ্যুত মাধব রাম, বৃন্দাবন চন্দ্র,
মুরলী বদন শ্যাম, গোপীজনানন্দ।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নাম কীৰ্ত্তনং,
রাম নাম গান রম্য দিব্য ছন্দ নৰ্ত্তনম্।
যত্র তত্র কৃষ্ণনাম দান লোক নিস্তরং,
প্রেমধাম দেব মেব নৌমী গৌর সুন্দরম্।।

* * * *

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।।
শ্যামকুন্ড রাধাকুন্ড গিরি-গোবৰ্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন।।

কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন।।
শ্রীনন্দযশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎসগণ।।
জয় বৃষভানু, জয় কীর্ত্তিদা সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীর নাগরী।।
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ।।
জয় রামঘাট, জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন।।
জয় দ্বিজপত্নী, জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ।।
শ্রীরাসমন্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্বমনোরম।।
জয় জয়োজ্জ্বল রস সর্ব্বরস-সার।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার।।
শ্রীজাহ্নবাপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।।

* * * *

বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল হরি হরি মুকুন্দ মুরারি

রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব।।

নৃসিংহ বামন শ্রীমধুসূদন

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।

পূতনা-ঘাতন কৈটভ-শাতন

জয় দাশরথী রাম।।

যশোদাদুলাল গোবিন্দ-গোপাল

বৃন্দাবন-পুরন্দর।

গোপীপ্রিয় জন রাধিকা-রমণ

ভুবনসুন্দর বর।।

রাবণান্তকর মাখনতস্কর

গোপীজনবস্ত্রহারী।

ব্রজের রাখাল গোপবৃন্দপাল

চিত্তহারী বংশীধারী।।

যোগীন্দ্রবন্দন শ্রীনন্দনন্দন

ব্রজজনভয়হারী।

নবীন নীরদ- রূপ মনোহর

মোহনবংশীবিহারী।।

যশোদানন্দন- কংশনিসূদন

নিকুঞ্জরাসবিলাসী।

কদম্বকানন রাসপরায়ণ

বৃন্দা-বিপিননিবাসী।।

আনন্দবর্দ্ধন প্রেমনিকেতন

ফুলশরযোজক কাম।

গোপাঙ্গনাগণ চিত্ত-বিনোদন

সমস্ত গুণগণধাম।।
যামুন জীবন কেলিপরায়ণ
মানসচন্দ্রচকোর।
নামসুধা-রস গাও কৃষ্ণযশ
রাখ বচন মন মোর।।

✼ ✼ ✼ ✼

হরিবল, হরিবল, হরিবল ভাইরে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ নিতাই রে।।
(মোদের দুঃখ দেখে রে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'লো জগাই-মাধাই রে।।
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে।
(আমি আমার বলে রে)
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে।।
(আশার শেষ নাই রে)
হরি বোলে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে।
(নিরাশ ত' সুখ রে)
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে।।
(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)
না চেয়েও নামের গুণে ও-সব ফল পাই রে।
(তুচ্ছ ফলের প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই লয়ে নামের বালাই রে।।
(নামের বালাই ছেড়ে রে)

ভাবনা ভাবনা মন তুমি অতি দুষ্ট।

(বিষয়-বিষে আছ হে)

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ট।।

(রিপুর বশে আছ হে)

অসদ্বার্ত্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট।

(অসৎ কথা ভাল লাগে হে)

প্রতিষ্ঠাশা কুটিনাটি শঠতাদি-পিষ্ট।।

(সরল-ত হ'লে না হে)

ঘিরেছে তোমারে ভাই এ সব অরিষ্ট।

(এ সব ত' শত্রু হে)

এ সব না ছেড়ে কিসে পাবে রাধাকৃষ্ণ।।

(যতনে ছাড়, ছাড় হে)

সাধু-সঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট?

(সাধু-সঙ্গ কর কর হে)

বৈষ্ণব চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট।।

(একবার ভেবে দেখ হে)

* * * *

কলিকুক্কুর কদন যদি চাও (হে)।

কলিযুগপাবন কলিভয় নাশন

শ্রীশচীনন্দন গাও (হে)।।

গদাধর মাদন নিতাইর প্রাণধন

অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।

নিমাই বিশ্বম্ভর শ্রীনিবাস-ঈশ্বর

ভক্তসমূহ চিতচোরা।।

নদীয়া-শশধর মায়াপুর ঈশ্বর
নাম-প্রবর্ত্তন শূর।
গৃহিজনশিক্ষক ন্যাসিকুলনায়ক
মাধব রাধাভাবপুর
সার্ব্বভৌম-শোধন গজপতি-তারণ
রামানন্দ-পোষণ বীর।
রূপানন্দ-বর্দ্ধন সনাতন-পালন
হরিদাস-মোদন ধীর।।
ব্রজরস ভাবন দুষ্টমত শাতন
কপটি-বিঘাতন কাম।
শুদ্ধভক্ত পালন শুষ্কজ্ঞান তাড়ন
ছলভক্তি-দূষণ রাম।।

❀ ❀ ❀ ❀

জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে।।
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে।।
তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার।।
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি।।
ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া।।

❀ ❀ ❀ ❀

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ।।
(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।
(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারী, মুকুন্দ।।
(গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)
(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথ-দ্বন্দ্ব।
(যদি ভজন করবে রে)
(স্মর) রাঘব গোপালভট্ট স্বরূপ-রামানন্দ।।
(কৃষ্ণ প্রেম যদি চাও রে)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর সেন-শিবানন্দ।
(অজস্র স্মর, স্মর রে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ।।
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)

* * * *

শ্রীশ্রীরাধিকার পাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

(শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ কৃত)

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে।
গোকুল তরুণী-মণ্ডল-মহিতে ।।ধ্রু।।
দামোদর-রতি-বর্দ্ধন-বেষে।
হরিনিষ্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে।।

বৃষভানুদধি-নব-শশিলেখে।
ললিতা-সখী গুণ-রমিত-বিশাখে।।
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে।
সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে।।

হে রাধে! হে মাধবপ্রিয়ে! হে গোকুল-তরুণী-মন্ডল-পূজিতে! তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক। হে দামোদর-রতিবর্দ্ধন-বেশধারিণি! হে নন্দনন্দনের গৃহারাম-স্বরূপ বৃন্দাবনের অধীশ্বরি! হে বৃষভানুরাজরূপ বারিধির নবোদিত চন্দ্র-লেখা- স্বরূপে! হে ললিতার সখী ও বিশাখাকে (সৌহার্দ্দকারুণ্য-কৃষ্ণানুকূল্যাদি) গুণে বশীভূত-কারিণী! কৃপাপূর্ণে! হে সনক-সনাতন বর্ণিত চরিতে রাধে! আমাকে দয়া কর।

শ্রীশ্রী-নাম সঙ্কীর্ত্তন

(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা।।
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ।।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।।
এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস।।

তাঁদের-চরণ-সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ।।
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ।।
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন।।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস।।

শ্রীশ্রী-নাম সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীহরি-বাসরে হরি-কীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ।।
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি গোপাল-গোবিন্দ।।
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে নাচয়ে কৃষ্ণ রসে হই ভোলা।।
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ-করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল।।
ব্রহ্মান্ড ভেদিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল সব যায় নাশ।।
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।।
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।

যাঁর রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে।।
যাঁর নামে বাল্মিকী হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন।।
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধন ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে।।
যাঁর নাম লইয়া শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র বদনে প্রভু যার গুণ গায়।।
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সেই প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান।।
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর।।
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়।।
দাস্যভাবে নাচে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
চৌদিকে কীর্ত্তন ধ্বনি অতি মনোহর।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।

* * * *

শ্রীশ্রীব্রজরাজ সুতাষ্টকম্

শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতায় নমঃ

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং

রসসাগর-নাগরভূপবরম্।
শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখন্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ।।১।।

ভ্রু-বিশঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং
মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটি-বিধুম্।
মৃদু-মন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্য-যুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ।।২।।

সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গ-ধরং
ব্রজবাসী-মনোহর-বেশকরম্।
ভৃশ-লাঞ্ছিত-নীলসরোজ-দৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ।।৩।।

অলকাবলি-মন্ডিত-ভালতটং
শ্রুতি-দোলিত-মাকর-কুন্ডলকম্।
কটি-বেষ্টীত-পীতপটং সুধটং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ।।৪।।

কল-নূপুর-রাজিত-চারু-পদং
মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদম্।
ধ্বজ-বজ্র-ঝষাঙ্কিত-পাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ।।৫।।

ভৃশ-চন্দন-চর্চ্চিত-চারু-তনুং
মণিকৌস্তুভ-গর্হিত-ভানুতনুম্।
ব্রজ-বাল-শিরোমণি-রূপ-ধৃতং

ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ।।৬।।

সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দ-হরিং
সুরনাথ-শিরোমণি-সর্ব্বগুরুম্।
গিরিধারী-মুরারী-পুরারি-পরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ।।৭।।

বৃষভানুসুতা-বর-কেলিপরং
রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরম্।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ।।৮।।

❋ ❋ ❋ ❋

শ্রী শ্রীদামোদরাষ্টকম্

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ-কুন্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানম্।
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা ।।১।।

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ।।২।।

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুন্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্ত্বং,

পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ।।৩।।
বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ।।৪।।

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে,
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষ লাভৈঃ ।।৫।।

নমো দেব! দামোদরানন্ত! বিষ্ণো!
প্রসীদ প্রভো! দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্য ।।৬।।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্তৈব যদ্বৎ,
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ,
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ।।৭।।

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে,
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ,
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ।।৮।।

✲ ✲ ✲ ✲

ভোগ আরতি

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী
নন্দ-যশোমতী-চিত্তহারী।।

বেলা হলো দামোদর আইস এখন।
ভোগমন্দিরে বসি' করহ ভোজন।।
নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী।
বলদেব সহ সখা বৈসে সারি সারি।।
শুক্তা শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মান্ড।
ডালি ডাল্না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখন্ড।।
মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীরপুলি পায়সান্ন।।
কর্পূর অমৃতকেলি রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত রসাল অম্ল দ্বাদশ প্রকার।।
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতুহলী।।
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন।।
ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল।।
রাধিকাদিগণে হেরি নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হয়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা ভবনে।।
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি।

সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি।।
হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে।।
জাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মশালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা।।
বিশালাক্ষ শিখি পুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়।।
যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনিত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত।।
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধা কৃষ্ণগুণ গায়।।
হরিলীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ।
ভোগারতি গান ঠাকুর ভকতিবিনোদ।।

❋ ❋ ❋ ❋

বিভাষ

যশোমতীনন্দন, ব্রজবর নাগর
গোকুলরঞ্জন কান।
গোপী-পরাণ-ধন, মদন-মনোহর
কালীয়দমন বিধান।।
অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর নবীননাগরবর
বংশীবদন সুবাসা।।

ব্রজজনপালন, অসুরকুলনাশন
নন্দগোধন-রাখওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর
সুন্দর নন্দগোপালা।।
যামুন-তটচর, গোপী বসনহর
রাসরসিক কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর
ভকতিবিনোদ-আশ্রয়।।

* * * *

শ্রীগৌর আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা।
জাহ্নবী তটবনে জগমন লোভা।।
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর।।
বসি আছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে।।
নরহরি - আদি করি' চামর ঢুলায়।
সঞ্জয় - মুকুন্দ - বাসুঘোষ - আদি গায়।।
শঙ্খ বাজে, ঘন্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল।।
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল।।
শিব - শুক - নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ।।

শ্রীশ্রীযুগল আরতি

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ।।
মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গ সুন্দর।
পিতাম্বর শিখিপুচ্ছচূড়া মনোহর।।
ললিত মাধব-বামে বৃষভানু কন্যা।
নীল বসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা।।
নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
হরিমনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল।।
বিশাখাদি সখীগণ নানারূপে গায়।
প্রিয়-নর্ম্ম-সখী যত চামর ঢুলায়।।
শ্রীরাধামাধবপদ-সরসিজ আশে।
ভকতিবিনোদ সখীপদে সুখে ভাসে।।

✽ ✽ ✽ ✽

শ্রীতুলসী আরতি

নমো নমঃ তুলসী মহারাণী বৃন্দে মহারাণী।

যাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই,

মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি।।

যাঁকো পত্র-মঞ্জরী কোমল

শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি।

(রাধাপতি-চরণ-কমলে লপটানি)

ধন্য তুলসী, পূরণ তপ কিয়ে,

শ্রীশালগ্রাম-মহাপাটরাণী।

ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আরতি
ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি।

ছাপ্পান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি।।

শিব সনকাদি আউর ব্রহ্মাদিক,
ঢুঁড়ত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী।

চন্দ্রশেখর মাইয়া তেরা যশ গাওয়ে,
ভকতি দান দীজিয়ে মহারাণী।

✽ ✽ ✽ ✽

জয় রাধামাধব, জয় কুঞ্জবিহারী
জয় গোপীজনবল্লভ, জয় গিরিবরধারী।
জয় যশোদানন্দন, জয় ব্রজজনরঞ্জন
জয় যামুনতীর - বনচারী

✽ ✽ ✽ ✽

মহাপ্রসাদ সেবনকালে

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প পূণ্যবতান্ রাজন্ বিশ্বাস নৈব জায়তে।।

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি,
তাকে জেতা কঠিন সংসারে।।
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,

স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।

সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,

প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই।।

✿ ✿ ✿ ✿

শ্রীল রূপগোস্বামীকৃত কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রার্থনা

কৃষ্ণ দেব ভবন্তং বন্দে।

মন্মানস - মধুকরমর্পয় নিজপদ - পঙ্কজ - মকরন্দে।।

যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি,

ন তব নখাগ্রমরীচিম্।

ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত, তদপি কৃপাদ্ভুত - বীচিম্।।১।।

ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব,

ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।

পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক -

দুর্ঘটঘটন - বিধাত্রী।।২।।

অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন,

কলিতাদ্ভুত - রসভারম্।

নিবসতু নিত্যমিহামৃত নিন্দিনি,

বিন্দন্ মধুরিমসারম্।।৩।।

✿ ✿ ✿ ✿

শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম বন্দনা

বন্দে কৃষ্ণং নন্দ কুমারং

নন্দ কুমারং নবনীত-চৌরং
মুনিজন লোভং মোহন-রূপং
মুরলী-লোলং মদন-গোপালং
শ্রীধরণীশং জগদাধারং

বেণু-বিলোলং বেদান্ত-সারং
উপাত্ত কবলং পরাগ সবলং
বন্দে কৃষ্ণং নন্দ কুমারং
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার।।

✲ ✲ ✲ ✲

মধুরাষ্টকম্

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।।১।।

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ।।২।।

বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ
পানির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ।।৩।।

গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ।।৪।।

করণং মধুরং তরণং মধুরং
হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।
রমিতং মধুরং শমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ।।৫।।

গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
যমুনা মধুরা বীচী মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ।।৬।।

গোপী মধুরা লীলা মধুরা
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরম্।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ।।৭।।

গোপা মধুরা গাবো মধুরা
যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ।।৮।।
(ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য-বিরচিতং শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং সম্পূর্ণম্)

❀ ❀ ❀ ❀

দশাবতার-স্তোত্রম্

(শ্রীল জয়দেব গোস্বামী রচিত)

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ।।১।।
ক্ষিতিরিহ-বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণী-ধারণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ।।২।।
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশীনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে ।।৩।।
তব করকমলবরে নখমদ্ভুত-শৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনু-ভৃঙ্গম্
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ।।৪।।
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন-
পদনখনীরজনিতজনপাবন।

কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ।।৫।।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপম্
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ।।৬।।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলি-বলিং রমণীয়ম্
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ।।৭।।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতিমিলিত যমুনাভম্
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ।।৮।।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ।।৯।।

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ।।১০।।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃত-দশবিধ-রূপ জয় জগদীশ হরে ।।১১।।

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্তং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতম্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ।।১২।।

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী রচিত

শ্রিত-কমলা-কুচ-মন্ডল ধৃত-কুন্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল!

জয় জয় দেব হরে ।।১।।

দিনমণি-মন্ডল-মন্ডন ভব-খন্ডন
মুনিজনমানস-হংস!

জয় জয় দেব হরে ।।২।।

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন
যদুকুল-নলিন-দিনেশ!

জয় জয় দেব হরে ।।৩।।

মধু-মুর-নরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলি-নিদান!

জয় জয় দেব হরে।।৪।।

অমল-কমল-দল-লোচন-ভব-মোচন
ত্রিভূবন-ভবন-নিধান

জয় জয় দেব হরে ।।৫।।

জনকসুতা-কৃত-ভূষণ-জিত-দূষণ
সমর-শমিত-দশকন্ঠ!

জয় জয় দেব হরে ।।৬।।

অভিনব-জলধর-সুন্দর-ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর,

জয় জয় দেব হরে ।।৭।।

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু
জয় জয় দেব হরে ।।৮।।
শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি,
জয় জয় দেব হরে ।।৯।।

❋ ❋ ❋ ❋

চতুঃ শ্লোকী ভাগবত (২/৯)

১) অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।

২) ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ।।

৩) যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চা বচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষুন তেষ্বহম্।।

৪) এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয় - ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।

❋ ❋ ❋ ❋

চতুঃ শ্লোকী গীতা (১০/৮-১১)

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ।।
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তিতে।।
তেষামেবানুকম্পার্থমহজ্ঞানজং তমঃ।
নাশায়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।

❋ ❋ ❋ ❋

শ্রীচৌরাগ্রগণ্যপুরষাষ্টকম্

(পদ্য অনুবাদক ভক্তিজীবন আচার্য্য)

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং,
গোপাঙ্গনানাং চ দুকূলচৌরম্।
অনেক-জন্মার্জ্জিত-পাপচৌরং,
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ।।১।।

ব্রজে বিদিত নবনীত চোর,
ব্রজবালাগণের সুবেশ চোর।
বহুজাত সঞ্চিত পাপ রাশি চোর,
হে চোর চূড়ামণি তবপদে নমি।।

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং,
নবাম্বুদশ্যামলকান্তিচৌরম্।
পদাশ্রিতানাং চ সমস্তচৌরং,
চৌরাগ্রগণ্য পুরুষং নমামি ।।২।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৃদিমণি চোর,
নব জলধর, শ্যামকান্তি চোর -
নিজপদে নত সমস্ত চোর,

হে চোর চূড়ামণি তবপদে নমি।।

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ,
করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্।
কেনাপ্যহো ভীষণচৌর ঈদৃগ্,
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগত্রয়েহপি ।।৩।।

পদাশ্রিত জনের আসক্তি হারী
ভিক্ষা শরণের গৃহহীন কারী।
এমনতো নাহি, শুনি মহাচোর
হে চোর চূড়ামণি তবপদে নমি।।

যদীয় নামাপি হরত্যশেষং,
গিরি প্রসারানপি পাপরাশীন্।
আশ্চর্য্যরূপো ননু চৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি ।।৪।।

যে নামে হরয়ে কলির কলঙ্ক
পর্ব্বত পাপ নাশে বজ্রডঙ্ক।
আশ্চর্য্য রূপ হেন চোর ভূপ,
হে চোর চূড়ামণি তবপদে নমি।।

ধনং চ মানং চ তথেন্দ্রিয়াণি,
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্ব্বমেব।
পলায়সে কুত্র ধৃতোহদ্য চৌর,
ত্বং ভক্তিদাম্নাসি ময়া নিরুদ্ধঃ ।।৫।।

ধন, মান, ইন্দ্রিয়, গর্ব্ব আমার
প্রাণ মন হর পৃথিবীর সার।
প্রেম ডোরে বন্ধ কোথা যাবে তুমি,
হে চোর চূড়ামণি তবপদে নমি।।

ছিনৎসি ঘোরং যমপাশবন্ধং,
ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধম্।
ছিনৎসি সর্ব্বস্য সমস্তবন্ধং,
নৈবাত্মনো ভক্তকৃতং তু বন্ধম্ ।।৬।।

মহাঘোর যমপাশ বন্ধহারী
অজ্ঞান নাশ ওহে বংশীধারী।
নাহি কর ছিন্ন দাস প্রেম দাম্নি
হে চোর চূড়ামণি তবপদে নমি।।

মন্মানসে তামসরাশিঘোরে,
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়,
স্বচৌর্য্যদোষোচিতমেব দন্ডম্ ।।৭।।

মোর মানস অন্ধ তামসাগারে -
হৃদয় ঘোরে মহাদুঃখাগারে -
লভহে বন্ধন্ স্ব চৌর দন্ডম্,
হে চোর চূড়ামণি তবপদে নমি।।

কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে

মদ্ভক্তিপাশদৃঢ়বন্ধননিশ্চলঃ সন্।
ত্বাং কৃষ্ণ হে! প্রলয়কোটিশতান্তরেঽপি
সর্ব্বস্ব চৌর হৃদয়ান্নহি মোচয়ামি ।।৮।।

স্বভক্তি হৃদি প্রেম কারাগারে
আজীব দন্ড ভকতি নিগড়ে
হে কৃষ্ণ কোটী কোটী প্রলয়ান্তে
নাহি মোচন তব রাখ পদপ্রান্তে।।
আচার্য্য বল্লভ চোরের কাহিনী
ভকত সমাজে কহয়ে বাখানি।
চরম চুরির সাজা লহ গুণমণি,
ভক্ত হৃদয়ে বাঁধা তব পদে নমি।।

❀ ❀ ❀ ❀

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সুসম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন।।
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম।।
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।

সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে।।
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।।

❋ ❋ ❋ ❋

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ।।
বহু যোনি ভ্রমি নাথ! লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ।।
জগতকারণ তুমি জগতজীবন।
তোমা ছাড়া কারো নহি হে রাধারমণ।।
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি।।
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে।।

❋ ❋ ❋ ❋

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।।
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,

রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়।।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।।
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার।।

❋ ❋ ❋ ❋

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল।।
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি'
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল।।
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য-চিন্তামণিধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,

সেই ধামে না কৈনু বসতি।।

বিশেষে বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,

নিরন্তর খেদ উঠে মনে।

নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে,

শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে।।

❀ ❀ ❀ ❀

হরি হরি! কৃপা করি' রাখ নিজ পদে।

কাম ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে,

বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে।।

হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ,

তোমার স্মরণ গেল দূরে।

অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে,

ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে।।

অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,

কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।

দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,

ভব কূপে দিলেক ডারিয়া।।

পুনঃ যদি কৃপা করি' এ জনার কেশে ধরি,

টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।

তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,

কহে দীন দাস নরোত্তমে।।

❀ ❀ ❀ ❀

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত।
বিষয়ে কুটিলমতি সৎসঙ্গে না হইল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ।।
স্বরূপ, সনাতন, রূপ রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্তসাগর।
শুনিতাম সে-সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর।।
যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়ানগরে অবতার।
তখন না হইল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি' ফিরি ভার।।
হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস।।

* * * *

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো।
এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো।।
যা'ব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হ'ব গোপী-পায়ের নূপুর,
নূপুর হ'য়ে রুনুঝুনু বাজিব গো।
রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী দেখিব দু'নয়ন ভরি,'
নিকুঞ্জের দ্বারের দ্বারী রহিব গো।।
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা,

তাঁ'দের চরণের ধূলা মাখিব গো।
ব্রজবাসী তোমরা সবে, এ অভিলাষ পুরাও এবে,
আর কবে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো।।
এ দেহ অন্তিমকালে, রাখব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে ভাসিব গো।
কহে নরোত্তমদাস, না পুরিল অভিলাষ,
আর কবে ব্রজে বাস করিব গো।।

✽ ✽ ✽ ✽

হরি হে!
নিজ-কর্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব জলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি' সাঁতারি' যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল।।
নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার।।
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়,
সর্বোত্তম দয়ার বিষয়।
তোমাকে না ছাড়ি আর, এ ভক্তি বিনোদ ছার,
দয়াপাত্র পাইলে দয়াময়।।

✽ ✽ ✽ ✽

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।

বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ।।
যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পূণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে।।
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন।।
শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে' শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সেরূপ ভাবন।।
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা।।

❊ ❊ ❊ ❊

গোরা অভিষেক কথা অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ।।
ধাওয়াধাই করি আসি নাচে কুতূহলে।
দুবাহু তুলিয়া জয় গোরাচাঁদ বলে।।
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে নাচে তারাগণ।

ব্রহ্মা নাচে বায়ু নাচে সহস্র লোচন।।
অরুণ বরুণ নাচে সব সুরগণ।
পাতালে বাসুকি নাচে নাচে নাগগণ।।
স্বর্গ নাচে মর্ত্য নাচে নাচয়ে পাতাল।
পরম আনন্দে নাচে দশ দিক্‌পাল।।
আনন্দে ভকতগণ করয়ে হুঙ্কার।
এ বাসুঘোষের মনে আনন্দ অপার।।

❊ ❊ ❊ ❊

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণব-চরণ কল্যাণের খনি,
মাতিব হৃদয়ে ধরি'।।
বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা
নির্দ্দোষ আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত জড়ে উদাসীন
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়।।
অভিমান হীন ভজনে প্রবীণ
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তরে-বাহিরে নিষ্কপট সদা
নিত্যলীলা-অনুরক্ত।।
কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম প্রভেদে,
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর মধ্যমে প্রণতি
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি।।

যে যেমন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে।।
বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতি বিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি ।।

❋ ❋ ❋ ❋

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়।।
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা সাগর।
যার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ সুন্দর।।
যাহারে করুণা করি কৃপাদিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্য গুণ গায়।।
তাহার চরণে যেবা লইল শরণ।
সেই জন পাইলা গৌরপ্রেম মহাধন।।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ।।

❋ ❋ ❋ ❋

রাধারাণী কী জয় মহারাণী কী জয়।
বোলো বরষাণে বালী কী জয় জয় জয়।।

ঠাকুরাণী কী জয় হরি-পিয়ারী কী জয়।
বৃষভানু-দুলালী কী জয় জয় জয়।।
গৌরাঙ্গী কী জয় হেমাঙ্গী কী জয়।
ব্রজরাজকুমারী কী জয় ব্রজদেবী কী জয়।।
ব্রজরাণী কী জয় ব্রজদেবী কী জয়।
(গহ্বর) বরবারী কী জয় জয় জয়।।

❊ ❊ ❊ ❊

শ্রীরাধাকৃষ্ণপদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ।।
চিরদিন করিয়া ও-চরণ-আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস।।
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত প্রাণ।
পামরে যুগল ভক্তি কর' দান।।
ভক্তিহীন বলি' না কর' উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ' জ্ঞান-সুশিক্ষা।।
বিষয় পিপাসা - প্রপীড়িত দাসে।
দেহ' অধিকার যুগল - বিলাসে।।

❊ ❊ ❊ ❊

রাধা রমন হরি গোবিন্দ জয় জয়,
গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়, রাধারমন হরি
গোবিন্দ জয় জয়, রাধারমন গিরিধারী -
গিরিধারী শ্যাম বনোয়ারী, রাধারমন হরিবোল
জয় জয় রাধারমন হরিবোল।।

❊ ❊ ❊ ❊

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কূল,
নরহরি বিলসই মোর।।
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ।।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ঘেরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস।।

❋ ❋ ❋ ❋

ভাইরে! সময় গেলে হরিভজন
আরতো কভু হবে না।
ও তোর পাঁচে পাঁচ মিশে যাবে
কেউ তো সঙ্গে যাবে না।
এখন থাকতে চেতন মধুসূদন
নামটি একবার বল না।।
যেদিন রবি-সুত এসে, তোর ধরিবেরে কেশে,
মায়া কান্না কাঁদিবেরে তোর জননী বশে।
তোর স্ত্রী-পুত্র পরিজন তোকে ফিরে চাইবে না।।
যেদিন শ্মশান ভূমিতে সাজাবে চিতে,
হরি বলে আগুন দিবে ও চাঁদ মুখেতে।

তোর অট্টালিকা মনিকোঠা কোথায় থাকবে বলো না।।

❋ ❋ ❋ ❋

অধিবাস কীর্ত্তন

মঙ্গল

নানাদ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন।।
করি এত নিবেদন, আনিল মোহান্তগণ,
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,
কালি হবে মহোৎসববিলাস।।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান, করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সবার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্র, সকল ভকতবৃন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস।।

❋ ❋ ❋ ❋

বরাড়ী

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন,
আম্রপল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি পড়ে, নারীগণ জয়কারে,
আর সবে বলে হরি হরি।।
দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল,
করিয়া আনন্দ পরকাশ।

আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালাচন্দন,
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস।।
সবার আনন্দমন, বৈষ্ণবেরে আগমন,
কালি হবে চৈতন্যকীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম,
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন।।

❊ ❊ ❊ ❊

রাধে রাধে রাধে জয় জয় শ্রীরাধে।
বৃষভানু নন্দিনী - জয় জয় শ্রীরাধে।
কানু মন মোহিনী জয় জয় শ্রীরাধে।
অষ্ট সখী শিরমণি জয় জয় শ্রীরাধে।
বৃন্দাবন বিলাসিনী - জয় জয় শ্রীরাধে।
জয় রাধারাণী কী জয় ব্রজ বালা।
জয় শ্যাম সুন্দর জয় নন্দলালা।
রাধে রাধে রাধে জয় জয় শ্রীরাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে মদন মোহন রাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে গোবিন্দ রাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে - গোপীনাথ রাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে গিরিধারী রাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে রাসেশ্বরী রাধে।
জয় জয় শ্রীরাধে - রাসবিহারী রাধে।।

❊ ❊ ❊ ❊

আমার জীবন সদা পাপে রত
নাহিক পূণ্যের লেশ।

পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ।।
নিজ সুখ লাগি' পাপে নাহি ডরি
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যাভাষী
পরদুঃখ সুখকর।।
অশেষ কামনা হৃদি মাঝে মোর
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা বিষয়ে মোহিত
হিংসা গর্ব্ব বিভূষণ।।
নিদ্রালস্য হত সুকার্য্যে বিরত
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাঠ্য আচরণ
লোভহত সদা কামী।।
এহেন দুর্জ্জন সজ্জন-বর্জ্জিত
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্যশূন্য সদানর্থমনা
নানা দুঃখে জর জর।।
বার্দ্ধক্যে এখন উপায়-বিহীন
তাতে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে
করে দুঃখ নিবেদন।।

✽ ✽ ✽ ✽

আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।

তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই।।
বন্ধু দারা সুত সুতা তব দাসী দাস।
সেইত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস।।
ধন জন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া।।
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন।।
ভাল মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী।।
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা।।
নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখসার।।

❋ ❋ ❋ ❋

আমি ত দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার।।
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া ল'বে কাছে।।
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত পাতকী জনে করিলা মোচন।।
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া।।
এইবার বুঝা যা'বে করুণা তোমার।
যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার।।

কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই।।
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার!
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার।।
তুমি ত পবিত্রপদ আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার।।

❀ ❀ ❀ ❀

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব-পারাবারে।।
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী।।
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি' করাও সংসার।।
শ্রীকৃষ্ণসাম্মুখ্য য'ার ভাগ্যক্রম হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়।।
এ দাসে জননী! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ' স্থান তুমি যোগমায়া।।
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়।।
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগৎ জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণচিন্তামণি।।
নিষ্কপটে হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।

বৈষ্ণবে বিশ্বাসবৃদ্ধি হউক প্রতিক্ষণে।।
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার।।

❀ ❀ ❀ ❀

আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি।।
অশোক অভয় অমৃত আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়।।
তোমার সংসারে করিব সেবন
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী।।
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ।।
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত তোমার তুমি ত আমার
কি কাজ অপর ধনে।।

ভকতি-বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত
থাকিয়া তোমার ঘরে ।।

❊ ❊ ❊ ❊

আর কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীবমীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন।।
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে।
রহিলে বিকৃত ভাবে, দন্ড্য যথা পরাধীন।।
এখনও ভকতি-বলে, কৃষ্ণ-প্রেম-সিন্ধু-জলে।
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন।।

❊ ❊ ❊ ❊

এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি হরি ভজে যদি
তবে অন্ত হয় ক্লেশ।।
বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' লয় কৃষ্ণনাম
অনলে পড়য়ে জল।।
নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে
আশ্রয় লইল যেই।
ভক্তিবিনোদ বলে জীবনে মরণে
আমার আশ্রয় সেই।।

❊ ❊ ❊ ❊

এখন বুঝিনু প্রভো তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ ।।
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ-কমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে ।।
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে ।।
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার ।।
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ওপদ বরণে ।।
যে পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিল।
যে পদ পাইয়া শিব 'শিবত্ব' লভিল ।।
যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইল।
যে পদ নারদ মুনি হৃদয়ে ধরিল ।।
সেই সে অভয়পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া ।।
সংসার বিপদ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
ভকতিবিনোদে পদ করিবে তোমার ।।

✽ ✽ ✽ ✽

এ মন! 'হরিনাম' কর সার।
এ ভব-সাগর হবে বালি-চর
হাঁটিয়া হইবি পার।।
ধরম করম এ জপ এ তপ,
জ্ঞান-যোগ-যাগ-ধ্যান।

নহি নহি নহি কলিতে কেবল
উপায় 'গোবিন্দ' নাম।।
ভুকতি মুকতি যে গতি সে গতি
তাহে না করিহ রতি।
মেঘের ছায়ায় জুড়ান যেমন
কহ না সে কোন্ গতি।।
বদন ভরিয়া 'হরি হরি' বল
এমন সুলভ কবে।
ভারত-ভূমেতে মানুষ-জনম
আর কি এমন হবে।।
যতেক পুরাণ- প্রমাণ দেখ না
নামের সমান নাই।
নামে রতি হৈলে প্রেমের উদয়
প্রেমেতে হরিকে পাই।।
শ্রবণ কীর্ত্তন কর অনুক্ষণ
অসত পচাল ছাড়ি।
কহে প্রেমানন্দ মানুষ-জনম
সফল কর না ভারি।।

* * * *

এ মন! কি লাগি আইলি ভবে।
এমন জনমে 'হরি' না ভজিলি
সে তুই মানুষ কবে।।
মানুষ আকার হইলে কি হয়
করহ ভূতের কাম।

নহিলে বদনে কেন না বলহ
শ্রীকৃষ্ণ'-গোবিন্দ-নাম।।
পাখীরে যে নাম লওয়াইলে লয়
শারী শুক আদি কত।
তুমি যে ইহাতে আলস্য করহ
এ হয় কেমন মত।।
দিবস-রজনী আবোল-তাবোল
পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে কখন কেন কি
'গোবিন্দ' বলিতে নার।।
ভজিব বলিয়ে কহিয়া আইলি
ভুলিলি কি সুখ পাইয়ে।
বুঝিনু আবার শমন-নগরে
নরকে মজিবি যাইয়ে।।
বদন ভরিয়া 'হরি' বল যদি
ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে প্রেমানন্দ তবে যে নিতান্ত
এড়াবে কৃতান্ত-দায়।।

❋ ❋ ❋ ❋

এ মন! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া কুপথে গমন
এই তোর কেমন বুক।।
স্থাবর যোনিতে ক্রমে যে জনম

হইয়া বিংশতি লক্ষ।
একাদশ লক্ষ ক্রিমিতে জনম
দশ লক্ষ যোনি পক্ষ।।
পশুর মাঝারে ক্রমে ত্রিশ লক্ষ
মানব চতুর লক্ষ।
স্থাবর হইতে মানব জনম
ক্রমেতে চুরাশী লক্ষ।।
মানুষে আসিয়া কুৎসিত দ্বিলক্ষ
শূদ্রাদি দ্বিশত বার।
ব্রাহ্মণ কুলেতে পরে একবার
তা সম নাহিক আর।।
কতেক কল্প ভ্রমিয়া মানব
এমন জনমে পাপ।
শমনে বান্ধিয়া পুনঃ না ফেলাবে
আবার তোমারে বাপ।।
বদন ভরিয়া হরি হরি বল
অসৎ ভাবনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ তবে সে চতুর
এ সব যাতনা এড়।।

❀ ❀ ❀ ❀

সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে
রম্য-চিদ্‌ঘন-সুখ-স্বরূপিণে!
নাম! গোকুল-মহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ! পূর্ণ-বপুষে নমো নমঃ ।।
(শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্ - শ্লোক ৭)

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তব পদে নতি আমি করি বার বার।।
গোকুলের মহোৎসব আনন্দ-সাগর।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর।।
তুমি কৃষ্ণ পূর্ণ বপু রসের নিদান।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান।।
যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়।
তা'র আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয়।।
সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার।।
সর্ব্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয়।।
অতিরম্য চিদ্‌ঘন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান।
'রসো বৈসঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান।।
ভকতিবিনোদ রূপগোস্বামী-চরণে।
মাগয়ে সর্ব্বদা নাম স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে।।

✲ ✲ ✲ ✲

নারদ-বীণোজ্জীবন! সুধোর্ম্মি-নির্যাস-
মাধুরীপূর!
ত্বং কৃষ্ণনাম! কামং স্ফুর মে রসনে
রসেন সদা ।।

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্ - শ্লোক ৮)

নারদমুনি, বাজায় বীণা রাধিকারমণ-নামে
নাম অমনি, উদিত হয়, ভকত-গীত সামে।।
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন, শ্রবণযুগলে গিয়া।
ভকত জন, সঘনে নাচে, ভরিয়া আপন হিয়া।।
মাধুরীপুর, আসব পশি', মাতায় জগত জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে, কেহ মাতে মনে মনে।।
পঞ্চ বদন নারদে ধরি', প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন নাচিয়া বলে 'বোল বোল হরি বোল।।'
সহস্রানন পরম সুখে, 'হরি হরি' বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব, নাম-রস সবে পায়।।
শ্রীকৃষ্ণ-নাম রসনে স্ফুরি' পুরা'ও আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে যাচয়ে ইহা ভকতিবিনোদ-দাস।

* * * *

ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা!
প্রাণের যাতনা কিবা কব নাথ!
হ'য়েছি আপন হারা।।
কি আর বলিব যে কাজের তরে,
এনেছিলে নাথ, জগতে আমারে,
এতদিন পরে কহিতে সে কথা
খেদে দুঃখে হই সারা।
তোমার ভজনে না জন্মিল রতি,
জড় মোহে মত্ত সদা দুরমতি,
বিষয়ীর কাছে থেকে থেকে আমি,

হইনু বিষয়ী পারা।।

কে আমি কেন যে এসেছি এখানে,
সে কথা কখনো নাহি ভাবি মনে,
কখনো ভোগের কখনো ত্যাগের,
ছলনায় মন নাচে।
কি গতি হইবে কখনো ভাবি না,
হরি-ভকতের কাছেও যাই না,
হরি-বিমুখের কুলক্ষণ যত,
আমাতেই সব আছে।।
শ্রীগুরুকৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন,
বুঝেছি এখন তুমিই আপন,
তব নিজজন পরম বান্ধব,
সংসার কারাগারে।
আর না ভজিব ভক্ত-পদ বিনু,
(ঐ) রাতুল চরণে শরণ লইনু,
উদ্ধার' নাথ! মায়া-জাল হ'তে
এ দাসের কেশে ধরে'।।
পাতকীরে তুমি কৃপা কর নাকি?
জগাই মাধাই ছিল ও পাতকী,
তাহাতে জেনেছি প্রেমের ঠাকুর!
পাপীকেও তা'র তুমি।
আমি ভক্তিহীন দীন অকিঞ্চন,
(এই) অপরাধি শিরে দাও দু'চরণ

তোমার অভয় শ্রীচরণে চির
শরণ লইনু আমি।।

✽ ✽ ✽ ✽

ওরে মন ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার।।
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কার,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর।।
আয়ু অতি অল্প দিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন।।
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন।।
ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়।।
মরণ-সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।

কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল।।
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় কর সবে ভব জয়,
এ দাসের সেই ত ভরসা।।

❋ ❋ ❋ ❋

কবে মোর শুভ দিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবন ধাম মম হইবে আশ্রয়।।
ঘুচিবে সংসার জ্বালা বিষয়-বাসনা।
বৈষ্ণব সংসর্গে মোর পূরিবে কামনা।।
ধুলায় ধূসর হ'য়ে হরি সংকীর্ত্তনে।
মত্ত হয়ে প'ড়ে র'ব বৈষ্ণব-চরণে।।
কবে শ্রীযমুনা তীরে কদম্ব-কাননে।
হেরিব যুগল-রূপ হৃদয়-নয়নে।।
কবে সখী কৃপা করি' যুগল সেবায়।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি' নিজ পা'য়।।
কবে বা যুগল লীলা ক'রি দরশন।
প্রেমানন্দ ভরে আমি হ'ব অচেতন।।
কতক্ষণ অচেতন পড়িয়া রহিব।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব।।
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন কালে।
যা' দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভাসি আঁখি জলে।।
কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণব সদনে।

বলিব ভকতি বিন্দু দেহ' এ দুর্জ্জনে।।
শ্রী অনঙ্গ মঞ্জরীর চরণ শরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে' অনুক্ষণ।।

❊ ❊ ❊ ❊

কবে হবে বল সেদিন আমার।
(আমার) অপরাধ ঘুচি শুদ্ধনামে রুচি
কৃপাবলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার।।
তৃণাধিক হীন কবে নিজে মানি
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি।
সকলে মানদ আপনে অমানী
হয়ে আস্বাদিব নামরস সার।।
ধন জন আর কবিতা সুন্দরী
বলিব না চাহি দেহসুখকরী।
জন্মে জন্মে দাও ওহে গৌরহরি!
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার।।
(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ
পুলকিত দেহ গদ্‌গদ বচন।
বৈবর্ণ্য-বেপথু হবে সংঘটন
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার।।
কবে নবদ্বীপে সুরধুনী-তটে,
গৌর নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাইয়া বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার।।
কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি' দয়া

ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া
নামের হাটেতে দিবে অধিকার।।
কিনিব লুটিব, হরিনাম-রস
নাম-রসে মাতি হইব বিবশ।
রসের রসিক চরণ পরশ
করিয়া মজিব রসে অনিবার।।
কবে জীবে দয়া হইবে উদয়
নিজ সুখ ভুলি' সুদীন হৃদয়।
ভকতিবিনোদ করিয়া বিনয়
শ্রীআজ্ঞাটহল করিবে প্রচার।।

❁ ❁ ❁ ❁

কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময় পতিত-পাবন
পতিত-তারণে রত ।।
ভরসা আমার এইমাত্র নাথ!
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয়।।
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি
অবনী-ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর ঘোষণা তোমার
অধম পামরে ত্রাহি ।।

সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে নাথ!
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ ।।
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ
আমার নহি ত' আমি ।।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি অপরাধ নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায় ।।

* * * *

কৃষ্ণ জিন্‌কা নাম হ্যায়, গোকুল জিন্‌কা ধাম হ্যায়,
এয়সে শ্রীভগবানকো বারম্বার প্রণাম হ্যায়।
যশোদা জিন্‌কী মাইয়া হ্যায়, নন্দজী বাপাইয়া হ্যায়;
এয়সে শ্রীগোপালকো বারম্বার প্রণাম হ্যায়।।
রাধা জিনকী জায়া হ্যায়, অদ্ভুত জিনকী মায়া হ্যায়,
এয়সে শ্রীঘনশ্যামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায়।।
লুট লুট দধি মাখন খায়ো, গোয়ালবাল-সঙ্গ ধেনু চরায়ো,
এয়সে লীলাধামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায়।।
দ্রুপদসুতাকো লাজ বচায়ো, গ্রাহসে গজকো ফন্দ ছোড়ায়ো,

এয়সে কৃপাধামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায়।।
কুরু-পান্ডবকা যুদ্ধ মচায়ো, অর্জ্জুনকো উপদেশ শুনায়ো,
এয়সে দীননাথকো বারম্বার প্রণাম হ্যায়।।

* * * *

কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু পার।
ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার।।
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়।
জড়, অন্ধ, আতুর অবধি পার হয়।।
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু-কান্ডারী।
সঙ্কীর্তন কোরোয়াল দুবাহু পসারী।।
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে।।

* * * *

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু।।
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু।।
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস।।
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু।।
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।।

* * * *

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি
আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই।।
গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন, দারা, সুত
ঘিরেছে আমারে
কামেতে রেখেছে জেরে।।
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন
সদা অচেতন
বিষয়ে রয়েছে ঘোর।।
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন
হইল বিফল
এখন ভরসা তুমি।।
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়
বশীভূত মন
না ছাড়ে বিষয়-রতি
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া
লহ নিজ-পানে
ঘুচিবে বিপদ ঘোর।।
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ
হৃষীক দমিয়া
তার' হে সংসৃতি ঘোরে।।
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।

কৃপা-অসি ধরি বন্ধন ছেদিয়া
বিনোদে করহ দাস।।

✿ ✿ ✿ ✿

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন সদা কামরত
কিছু নাহি মোর গুণ।।
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে লইনু শরণ
তোমার কিঙ্কর আমি।।
গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি কর্ম্মে জড়মতি
পড়েছি সংসার ঘোরে।।
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্ম্মল
স্বাধীন নহে এ কায়া।।
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান।।
গোপীনাথ, তুমি ত সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর।।
গোপীনাথ, তুমি কৃপাপারাবার।

জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে
লীলা কৈলে সুবিস্তার।।

গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।

অসুর সকল পাইল চরণ
বিনোদ থাকিল বসি।।

❋ ❋ ❋ ❋

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা যাতনা আর নাহি সহে
জনম-মরণ-মালা।।
গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস।
বিষয় বাসনা জাগিছে হৃদয়ে
ফাঁদিছে করম ফাঁস।।
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি দূরে তেয়াগিব
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি।।
গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন।।
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান।।
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া ছাড় নিজ-জনে

না কর করুণা-লব।।
গোপীনাথ, আমি ত' মুরখ অতি।
কিসে ভাল হয় কভু না বুঝিনু
তাই হেন মম গতি।।
গোপীনাথ, তুমি ত' পন্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল তুমি অন্বেষিবে
এ দাসে না ভাব পর।।

❊ ❊ ❊ ❊

শ্রীলপ্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে তদীয় শ্রীচরণকমলে বিলাপ কুসুমাঞ্জলি

ছিলাম কোথায়, এলাম হেথায়,
কোথায় যাব ভাবি না।
সাধু শাস্ত্র বাণী, কতই যে শুনি'
তবু বোঝা ত' গেল না ।।
আনা গোনা সার, সকলই অসার,
বুঝাইলে ত' বুঝিনা।
কি যেন অভাব, ভেবে কত ভাব,
স্বভাব ছাড়া গেল না ।।
যেতে হবে ঠিক, সব যে বেঠিক,
সঠিক জানা গেল না।
কি করিব হায়, ভাবি যে সদায়,
শেষ হ'ল না বাসনা ।।
ভাবি সদা মনে, জনমে জনমে,
ভুগেছি কত যাতনা।

যাতনার কথা, জেনে লাগে ব্যাথা,
সে ব্যাথা দূর হ'ল না ।।
"শুনি" শ্রীহরি সাধনা, করিলে যাতনা,
সব হয় অবসান।
শ্রীহরি দর্শন, হবে কি কখন,
ভাবিয়া আকুল মন ।।
কত উপদেশ, স্বদেশ বিদেশ,
দিয়েছি শুনেছি আমি।
এবে ভাবি হায়, ল'ব যে বিদায়,
সঙ্গে কি যাবে না জানি ।।
পেয়েছিনু হরি! ভবের কান্ডারী,
সদ্‌গুরু এই ভবে।
কিন্তু ভব পার হইমু অপার,
বলিয়াছি উচ্চ রবে ।।
অন্তিম আগত, তব পদে নত,
হয়ে দাস সন্তে কয়।
রাঙা পদে ঠাঁই, দিও গো গোসাঁই,
হরি পদে স্থান চায় ।।

❊ ❊ ❊ ❊

জনম সফল তার কৃষ্ণ দরশন যার
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকসিয়া হৃন্নয়ন করি' কৃষ্ণ দরশন
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার।।
বৃন্দাবন-কেলি চতুর বনমালী।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমরূপ বংশীধারী অপরূপ
রসময় নিধি গুণশালী।।
বর্ণ নব জলধর শিরে শিখিপিচ্ছবর
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধানে পীতবাস বদনে মধুর হাস
হেন রূপ জগত মাতায়।।
ইন্দ্রনীল জিনি কৃষ্ণরূপখানি
হেরিয়া কদম্ব-মূলে।
মন উচাটন না চলে চরণ
সংসার গেলাম ভুলে।।

(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি।।
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম।
চরণকমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম।।
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি'
চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন।।

* * * *

তাতল সৈকতে, বারি-বিন্দু-সম

সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব্ মুঝে হব কোন্ কাজে।।
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।
আধ জনম হাম নিদে গোঙাওলু,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রঙ্গরসে মাতলুঁ,
তোহে ভজব কোন্ বেলা।।
কত চতুরানন, মরি মরি যাওয়ত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুনঃ তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী-সমানা।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়,
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহাওসি,
অব্ তারণ-ভার তোহারা।।

❋ ❋ ❋ ❋

দেহি পদম্

(জয়) শঙ্খচক্রগদাধর, নীল কলেবর,
পীত-পটাম্বর, দেহি পদম্

(জয়) চন্দন চর্চ্চিত, কুন্ডল মন্ডিত
কৌস্তুভ লাঞ্ছিত দেহি পদম্
(জয়) পঙ্কজ লোচন, ভুরুত সুশোভন,
পাপবিমোচন দেহি পদম্
(জয়) বেণু নিনাদক, রাস-বিহারক,
বঙ্কিম সুন্দর দেহি পদম্
(জয়) ধীর ধুরন্ধর, অদ্ভুত সুন্দর,
দেব সুদুর্ল্লভ দেহি পদম্
(জয়) বিশ্ব বিমোহন, মানস মোহন,
সংস্থিতি কারণ দেহি পদম্
(জয়) সত্য সনাতন, মঙ্গল কারণ,
অন্তিম বান্ধব দেহি পদম্
(জয়) দুর্জ্জন শাসন, কেলি পরায়ণ,
কালীয় দমন দেহি পদম্।
(জয়) ভক্তজনাশ্রয়, দীন দয়াময়,
চিন্ময় অচ্যুত দেহি পদম্
(জয়) পরম পাবন, ধর্ম্ম পরায়ণ,
দৈত্য নিসূদন দেহি পদম্
(জয়) বেদ বিমোহন, শ্রীরাধা-রমণ,
বৃন্দাবন ধন দেহি পদম্।
(জয়) নিত্য নিরঞ্জন, দুর্গতি ভঞ্জন,
সজ্জন রঞ্জন দেহি পদম্

❋ ❋ ❋ ❋

হে নাথ, নারায়ণ, হরি!
জয় গোপাল, কৃষ্ণ, মুরারী!

জয় যাদব, মাধব, মুকুন্দ,
কৃষ্ণ, কেশব, গোবিন্দ,
বাসুদেব, গিরিধারী!!

সত্য সনাতন প্রভু,
হে নিত্য নিরঞ্জন বিভু!

দীনবন্ধু দুঃখহারী
হে নাথ, নারায়ণ, হরি!!

✽ ✽ ✽ ✽

জয় মাধব মদন মুরারী রাধেশ্যাম শ্যামাশ্যাম।
জয় কেশব কলিমলহারী রাধেশ্যাম শ্যামাশ্যাম।।
সুন্দর কুন্ডল নৈন বিশালা, গলে সোহে বৈজয়ন্তীমালা।
যা ছবি কী বলিহারী, রাধেশ্যাম শ্যামাশ্যাম।।
কবহুঁ লুট লুট দধি খায়ো কবহুঁ মধুবন রাস চরায়ো।
নাচত বিপিনবিহারী।। রাধেশ্যাম.........
গোয়ালবাল সঙ্গ ধেনু চরাই, বন বন ভ্রমত ফিরে যদুরাই।
কাঁদে কামর কারী।। রাধেশ্যাম...
চুরা চুরা নবনীত জো খায়ো, ব্রজ-বনিতন পৈ নাম ধরায়ো।
মাখন-চোর মুরারী।। রাধেশ্যাম...
একদিন মান ইন্দ্রকো মারয়ো, নখ উপর গোবর্দ্ধন ধারয়ো।
নাম পড়য়ো গিরিধারী।। রাধেশ্যাম...
দুর্য্যোধনকো ভোগ ন ভায়ো, রুখো শাগ বিদুর ঘর খায়ো।
এয়সে প্রেম-পূজারী।। রাধেশ্যাম...

করুণা কর দ্রৌপদী ফুকারী, পট মে লিপট গয়ে বনবারী।
নিরখ রহে নর নারী।। রাধেশ্যাম...
ভক্ত-ভক্ত সব তুমনে তারে, বিনা ভক্তি হম ঠাড়ে দ্বারে।
লীজো খবর হামারী।। রাধেশ্যাম...
অর্জ্জুন কে রথ হাঁকন হারে... গীতা উপদেশ তুম্হারে।
চক্র সুদর্শনধারী।। রাধেশ্যাম...

❋ ❋ ❋ ❋

তুমি ত' মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন
করে তব আজ্ঞার পালন ।।
তব ইচ্ছা মতে যত, গ্রহগণ অবিরত
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ শোক মৃতি ভয়, তব ইচ্ছা-মতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্ ।।
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য্য সমুদয়
স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত'পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর
তব বাস ভকত-অন্তরে ।।
সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভকতবৎসল নাম,
ভকত-জনের নিত্য-স্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ।।
তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,

ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ হইতে স্বামী, অবশ্য তাঁহারে তুমি,
রক্ষিবে—তাহারে এ বিশ্বাস ।।

❀ ❀ ❀ ❀

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার।।
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন।।
তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামত মায়া সৃজে কারাগার।।
তব ইচ্ছামত জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ সুখ সংঘটন।।
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে।।
তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর।।
নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া।।
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ।।

❀ ❀ ❀ ❀

তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,

ওহে নাথ কর পরিত্রাণ।।

যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,

নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।

তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,

মোর সম নাহিক অধমা।।

'পতিতপাবন' নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম

উপেখিলে নাহি মোর গতি।

যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,

সত্য সত্য যেন সতীর পতি।।

তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেক্ষিবা,

শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।

যদি করোঁ অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,

সেবা দিয়া কর অনুচর।।

কামে মোর হত চিত, নাহি জানে নিজ হিত,

মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।

মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু

করুণা দেখুক সর্ব্বজনা।।

মো-সমপতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,

'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।

ঘুষুক সংসারে নাম, 'পতিত উদ্ধার' শ্যাম,

নিজ-দাস কর গিরিধর।।

নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ! মোরে কর সুখী,

তোমার ভজন-সঙ্কীর্ত্তনে।

অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়,

নিবেদন করি অনুক্ষণে।।

❀ ❀ ❀ ❀

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে।।
'সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল।।
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়।।
এ দেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার।।
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম।।
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে।।
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোন দিন।।
দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত।।
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব।।
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে।।
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ লয়ে।।

যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত।।
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।।

❊ ❊ ❊ ❊

নিবেদন করি প্রভু! তোমার চরণে।
পতিত অধম আমি জানে ত্রিভুবনে।।
আমা সম পাপী নাই জগৎ ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে।।
সেই সব পাপ আর অপরাধ আমি।
পরিহারে পাই লজ্জা সব জান তুমি।।
তুমি বিনা কার আমি লইব শরণ।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
জগৎ তোমার নাথ! তুমি সর্ব্বময়।
তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয়।।
তুমি ত' স্খলিতপদ জনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কেবা আছে দয়াময়!
সেইরূপ তব অপরাধী জন যত।
তোমার শরণাগত হইবে সতত।।
ভকতিবিনোদ—পদে লইয়া শরণ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ।

❊ ❊ ❊ ❊

(প্রভু হে!) শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয়-হলাহল সুধাভানে পিয়লুঁ

অব্ অবসান দিনমণি।।

খেলারসে শৈশব পড়ইতে কৈশোর
গোয়াঁওলুঁ না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে ঘর পাতি' বৈঠলু
সুত-মিত বাড়ল অনেক।।
বৃদ্ধকাল আওল সব সুখ ভাগল
পীড়া-বশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল ক্ষীণ কলেবর
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর।।
জ্ঞান-লব-হীন ভক্তিরসে বঞ্চিত
আর মোর কি হবে উপায়।
পতিত-বন্ধু তুহুঁ পতিতাধম হাম
কৃপায় উঠাও তব পায়।।
বিচারিতে আবহি গুণ নাহি পাওবি
কৃপা কর ছোড়ত বিচার
তব পদ-পঙ্কজ সীধু পিবাওত
ভকতিবিনোদে কর পার।।

❀ ❀ ❀ ❀

ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভজে যেই জন, সফল জীবন তার।
তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা, ত্রিভুবনে নাহি আর।।
এমন মাধব, না ভজে মানব, কখন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধম, প্রহারিয়া যম, রৌরব-কৃমিতে খাবে।।
তারপর আর, পাপী নাহি ছার, সংসার জগত মাঝে।
কোন কালে তার, গতি নাহি আর, বৃথাই ভ্রমিছে কাজে।।

লোচন দাস, ভকতি আশ, হরিগুণ কহি লিখি।
হেন রসসার, মতি নাহি যার, তার মুখ নাহি দেখি।।

❊ ❊ ❊ ❊

বিদ্যার বিলাসে কাটাইনু কাল
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ না ভজিনু কভু
এখন শরণ তুমি।।
পড়িতে পড়িতে ভরসা বাড়িল
জ্ঞানে গতি হবে মানি।
সে আশা বিফল সে জ্ঞান দুর্ব্বল
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি।।
জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা।।
সেই গাধা হ'য়ে সংসারের বোঝা
বহিনু অনেক কাল।
বার্দ্ধক্যে এখন শক্তির অভাবে
কিছু নাহি লাগে ভাল।।
জীবন-যাতনা হইল এখন
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা ঘটিল বিষম
সে বিদ্যা হইল শেল।।

তোমার চরণ বিনা কিছু ধন
সংসারে নাহিক আর।
ভকতিবিনোদ জড়বিদ্যা ছাড়ি
তুয়া পদ করে সার।।

✻ ✻ ✻ ✻

যৌবনে যখন ধন উপার্জ্জনে
হইনু বিপুল কামী।
ধরম স্মরিয়া গৃহিণীর কর
ধরিনু তখন আমি।।
সংসার পাতায়ে তাহার সহিত
কালক্ষয় কৈনু কত।
বহু সুত-সুতা জনম লভিল
মরমে হইনু হত।।
সংসারের ভার বাড়ে দিনে দিনে
অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া ঘেরিল আমারে
অস্থির হইল মতি।।
পীড়ায় অস্থির চিন্তায় জ্বরিত
অভাবে জ্বলিত চিত।
উপায় না দেখি অন্ধকারময়
এখন হয়েছি ভীত।।
সংসার-তটিনী- স্রোতঃ নহে শেষ
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়

এ আশা বিফল মোর ।।

এবে শুন প্রভু আমি গতিহীন

ভকতিবিনোদ কয়।

তব কৃপা বিনা সকলি নিরাশা

দেহ মোরে পদাশ্রয়।।

❋ ❋ ❋ ❋

নাচেরে নাচেরে নিতাই-গৌর দ্বিজমনিয়া।

বামে প্রিয় গদাধর, শ্রীবাস অদ্বৈত বর,

পারিষদ তারাগণ জিনিয়া।।

বাজে খোল করতাল, মধুর সংগীত ভাল,

গগন ভরিল হরি ধনিয়া।

চন্দন চর্চিত কায়, ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়,

বনমালা দোলে ভালে বনিয়া।।

গলে শুভ্র উপবীত, রূপ কোটি কামজিত,

চরণে নূপুর রণ রণিয়া।

দুই ভাই নাচি যায়, সহচর গণ গায়,

গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া।।

পূরব রহস্য লীলা, এবে পহুঁ প্রকাশিলা,

সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া।

বিহরে গঙ্গার তীরে সেই ধীর সমীরে,

বৃন্দাবন দাস কহে জানিয়া।।

❋ ❋ ❋ ❋

ভজ ভজ হরি, মন দৃঢ় করি

মুখে বল তার নাম।

ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপীপ্রাণধন,
ভুবন-মোহন শ্যাম।।
কখন মরিবে, কেমনে তরিবে,
বিষম শমন ডাকে।
যাঁহার প্রতাপে, ভুবন কাঁপয়ে,
না জানি মর বিপাকে।।
কুল-ধন পাইয়া উন্মত্ত হইয়া,
আপনাকে জান বড়।
শমনের দূতে, ধরি' পায়ে হাতে
বাঁধিয়া করিবে জড়।।
কিবা যতি, সতী, কিবা উচ্চ জাতি,
যেই হরি নাহি ভজে।
ভবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
রৌরব নরকে মজে।।
দাস লোচন, ভাবে অনুক্ষণ,
মিছাই জনম গেল।
হরি না ভজিনু, বিষয়ে মজিনু,
হৃদয়ে রহল শেল।।

❋ ❋ ❋ ❋

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কুল পাব তার না পাই সন্ধান।।
না আছে করমবল, নাহি জ্ঞানবল।
যাগ-যোগ তপোধর্ম্ম না আছে সম্বল।।
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।

এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার।।
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন।।
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন না আছে কান্ডারী।।
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবি! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজ গুণে ঘুচাও যন্ত্রণা।।
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব করেছি নিশ্চয়।
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি গুরু।
এ দাসে করহ দান পদ-কল্পতরু।।
কত কত পামরেরে করে'ছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার।।

❋ ❋ ❋ ❋

ভজহুঁরে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্ল্লভ মানব-জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে।।
শীত আতপ বাত বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগি' রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি' রে।।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন

ইথে কি আছে পরতীতি রে।
কমলদলজল, জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে।।
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন, দাস্য রে।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস-অভিলাষ রে।।

❋ ❋ ❋ ❋

ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে আসিয়াছি আমি
বলিব দুঃখের কথা।।
জননী-জঠরে ছিলাম যখন
বিষম বন্ধন-পাশে।
একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে
বঞ্চিলে এ দীন দাসে।।
তখন ভাবিনু জনম পাইয়া
করিব ভজন তব।
জনম হইল পড়ি মায়াজালে
না হইল জ্ঞান-লব ।।
আদরের ছেলে স্বজনের কোলে
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল।।

ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল
পাঠ পড়ি অহরহঃ।।
বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন করি এক মনে
তোমারে ভুলিনু হরি।।
বার্দ্ধক্যে এখন ভকতিবিনোদ
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল
এখন কি হবে গতি।।

❀ ❀ ❀ ❀

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসীতিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি, না ছাড়বি মোয়।।
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগবাহির নহো মুঞি ছার।।
কিয়ে মানুষ পশু-পাখী জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ।।

ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।

* * * *

ভাইরে! ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই,
গোরা বড় পতিত-পাবন।।
হেন অবতারে যার, নহিল ভকতি-লেশ,
বল তার কি হবে উপায়।
রবির কিরণে যার, আঁখি পরসন্ন নৈল,
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়।।
হেম-জলদ-কায়, প্রেমধারা বরিষয়,
করুণাময় অবতার।
গোরা হেন প্রভু পেয়ে, যে জন শীতল নৈল,
কি জানি কেমন মন তার।।
কলি-ভব সাগরে, নিজ নাম ভেলা করি,
আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কে তারে উদ্ধার করে,
এ প্রেমানন্দের পরিহার।।

* * * *

মানস-দেহ-গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দকিশোর।।

সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদ বরণে।।
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্য-দাস প্রতি তুয়া অধিকারা।।
জন্মাওবি মোয়ে ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর।।
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ।।
ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত।।
জনক জননী দয়িত তনয়।
প্রভু গুরু পতি তুহুঁ সর্ব্বময়।।
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
রাধানাথ তুহুঁ হামার পরাণ।।

❀ ❀ ❀ ❀

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর!
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।।
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ কাঁহা সনাতন
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।

সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস।।

✿ ✿ ✿ ✿

যার মুখে ভাই, হরি কথা নাই
তার কাছে তুমি যেও না।
যা'র মুখ হেরি' ভুলে যাবে হরি
তা'র মুখপানে চেও না।।
ক'দিন রহিবে ভবমাঝে আর
অবিলম্বে কর যাহা করিবার।
পরের কথায় কিবা আসে যায়?
মিছে দাগা তুমি পেও না।।
কে তোমাকে কবে কী কথা কহিবে
সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে।
বিপদে সম্পদে রাখিবে যে পদে
তাঁ'র পদ কেন ভাব' না।।
(কেবল) হরিকথা কও, হরিগুণ গাও
হরিনাম-রসে সদা মত্ত হও
হরিনাম-গীতি গাও নিতি নিতি
অন্য কোন গীতি গেও না।।

✿ ✿ ✿ ✿

কবে গৌরবনে সুরধুনী-তটে
হা রাধে! হা কৃষ্ণ! ব'লে
কাঁদিয়া বেড়াব দেহসুখ ছাড়ি
নানা লতা-তরু-তলে।।
শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব

পিব সরস্বতীজল।

পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব
করি কৃষ্ণ-কোলাহল।।

ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।

বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি
ধরি অবধূত বেশ।।

গৌড়-ব্রজজনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজবাসী।

ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী।।

* * * *

রাধিকাচরণ-পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।

রাধাপদাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল ।।

রাধিকাভাব-গম্ভীর, চিত্ত যে বা মহাধীর-
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে।

কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে ।।

রাধিকা উজ্জ্বলরসের আচার্য্য।
রাধামাধব শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য ।।
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে।।

রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে ।।
ছোড়ত ধনজন, কলত্র-সুতমিত,
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধা-পদপঙ্কজ- মধুরত সেবন,
ভকতিবিনোদ পরমাণ ।।

❋ ❋ ❋ ❋

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা।।
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি।।
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী।।
কবহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরসরঙ্গ।।
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান।।
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজঃ পূজয়ে মানি।।
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা অবতার সবে,— আম্নায় বাণী।।
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ।।

❋ ❋ ❋ ❋

রাধাকুন্ডতট কুঞ্জকুটির।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত যামুনতীর।।
কুসুম সরোবর, মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুল-তরঙ্গা।।
বংশীবট, গোকুল, ধীর সমীর।
বৃন্দাবন তরু লতিকাক-নীর।।
খগ-মৃগকুল, মলয়-বাতাস।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী-বিলাস।।
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা।।
যুগল বিলাসে অনুকূল জানি।
লীলাবিলাস উদ্দীপক মানি।।
এসব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাউ।
এসব ছোড়ত পরাণ হারাউ।।
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ।।

* * * *

রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তাঁরে মুঞি যাঁও বলিহারী।।
জয় জয় 'রাধা' নাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম,
কৃষ্ণ-সুখ বিলাসের নিধি।

হেন রাধা গুণ-গান, না শুনিল মোর কান,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি।।
তাঁর ভক্ত সঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেম কথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তার নাম।।
কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথা-ধন্দ।।

(—ঠাকুর নরোত্তম কৃত)

❋ ❋ ❋ ❋

রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই।
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া
ফির্‌ছে নেচে গৌর-নিতাই।
(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।।
(জীব) কৃষ্ণদাস, —এ বিশ্বাস,
কর্‌লে ত আর দুঃখ নাই।
(কৃষ্ণ) বল্‌বে যবে, পুলক হ'বে,
ঝর্‌বে আঁখি বলি তাই।।
(রাধা) কৃষ্ণ' বল, সঙ্গে চল
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।

(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ
বলেন, যখন ও নাম গাই।।

❀ ❀ ❀ ❀

হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদা-নন্দন, আনন্দ-বর্দ্ধন,
নন্দতনয় রসকূপ।।
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্ত হন,
শকট-ভঞ্জন গোপাল।
মুরলী-বদন, অঘ বক-মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল।।
কেশী-মর্দ্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন,
সুরপতি দর্প-বিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপী-বিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী।।
রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন
রাধাকুন্ড-কুঞ্জ-বিহারী।
রাম কৃষ্ণ হরি, মাধব নরহরি,
মৎস্যাদি-গণে অবতরি।।
গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালীয়-শাতন, গোকুল-রঞ্জন,
রাধাভজন-সুখশালী।।
ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,
বাড়ুক মোর রতি রাগে।

রূপ স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে।।

❀ ❀ ❀ ❀

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর আকার।
নিজ-জনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি'
জীবে দয়া করিলে অপার।।
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামে সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন।।
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে।।
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত
হেলায় তোমারে একবার
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার।।
তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়', উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ-আশে।।

❀ ❀ ❀ ❀

কলি ঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন,
ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলায়োল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।।

ভাইরে! ভাই গোরা-গুণ কহনে না যায়।
কত শত-আনন কত চতুরানন,
বরণিয়া ওর নাহি পায়।।

চারি বেদ, ষড় দরশন করি যদি অধ্যয়ন
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহীন জন,
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে।।

বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভনে, সেই ত সকলি জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার।।

❋ ❋ ❋ ❋

শুন হে রসিক জন কৃষ্ণগুণ অগণন
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু
নাবিক সে ভব-পারাবারে।।
হৃদয় পীড়িত যার কৃষ্ণ চিকিৎসক তার
ভবরোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনে প্রেমামৃত বিতরণে

ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর।।
কর্ম্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ আবেশে মানব অন্ধ
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্মমধু দিয়া অন্ধভাব ঘুচাইয়া
চরণে করেন অনুচর।।
বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা রত্ন দানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ।।
প্রেমামৃত-বারিধারা সদা পানরত তাঁরা
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি।
সেই সব ব্রজ-জন সুকল্যাণ-নিকেতন
দীনহীন-বিনোদের গতি।।

✲ ✲ ✲ ✲

সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে।।
বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব
রাখিব গড়ের পারে।।
তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ঠ রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে

প্রতিদিন হবে তাহা।।

বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব
যখন ডাকিবে তুমি।।
নিজের পোষণ কভু না ভাবিব
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে।।

❋ ❋ ❋ ❋

হরি হে!
তোমারে ভুলিয়া অবিদ্যা পীড়ায়
পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম সুধা ভাল নাহি লাগে
বিষয়-সুখেতে ভোর ।।
প্রতিদিন যদি আদর করিয়া,
সে নাম কীর্ত্তন করি।
সিতপল যেন নাশি' রোগ-মূল
ক্রমে স্বাদু হয় হরি ।।
দুর্দ্দৈব আমার সে নামে আদর,
না হইল দয়াময়।
দশ অপরাধ আমার দুর্দ্দৈব
কেমনে হইবে ক্ষয় ।।
অনুদিন যেন তব নাম গাই

ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যাবে নামে রুচি হবে,
আস্বাদিব নামাসব ।।

✻ ✻ ✻ ✻

হরি হে!
প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া,
না দেখি' উপায় আর
অগতির গতি চরণে শরণ
তোমারে করিনু সার ।।
করম গেয়ান কিছু নাহি মোর
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময় আমি ত কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ।।
বাক্যমনোবেগ ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ
উদর-উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এসব সংসারে ভাসায়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ ।।
অনেক যতনে, সে সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ ডাকি তব নাম
এখন ভরসা তুমি ।।

✻ ✻ ✻ ✻

(প্রভু হে!)

এমন দুর্ম্মতি সংসার-ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ-জন কোন মহাজনে
পাঠাইয়া দিলে তুমি।।
দয়া করি' মোরে পতিত দেখিয়া
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীন জন শুন ভাল কথা
উল্লসিত হ'বে হিয়া।।
তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত দীন হীন জনে
করিলেন ভব-পার।।
বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তরে
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে নদীয়া মাতায়
সঙ্গে ভাই অবধূত।।
নন্দসুত যিনি চৈতন্য গোঁসাঞি
নিজ-নাম করি' দান।
তারিল জগৎ তুমিও যাইয়া
লহ নিজ-পরিত্রাণ।।
সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ

তোমার চরণ তলে।
ভকতি-বিনোদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আপন কাহিনী বলে।।

❋ ❋ ❋ ❋

কৃষ্ণের যতেক খেলা তার মধ্যে নরলীলা
সর্বোত্তম রসের আলয়।
এ রস গোলকে নাই তবে বল কোথা পাই
ব্রজধাম তাহার নিলয়।।
নিত্য লীলা দ্বিপ্রকার সান্তর ও নিরন্তর
যাহে মজে রসিকের মন।
জন্ম বৃদ্ধি দৈত্যনাশ মথুরা-দ্বারকা-বাস,
নিত্যলীলা সান্তরে গণন।।
দিবারাত্র অষ্টভাগে ব্রজজন অনুরাগে,
করে কৃষ্ণলীলা নিরন্তর।
তাহার বিরাম নাই সেই নিত্যলীলা ভাই
ব্রহ্মারুদ্রশেষ-অগোচর।।
জ্ঞান যোগ কর যত হয় তাহা দূরগত
শুদ্ধ রাগ নয়নে কেবল।
সে লীলা রক্ষিত হয় পরানন্দ বিতরয়
হয় ভক্তজীবন সম্বল।।

❋ ❋ ❋ ❋

নদীয়া নগরে গোরা চরিত অমৃত।
পিয়া শোক ভয় ছাড়, স্থির কর চিত।।
অনিত্য সংসার ভাই কৃষ্ণমাত্র সার।
গোরা-শিক্ষা মতে কৃষ্ণ ভজ অনিবার।।
গোরার চরণ ধরি সেই ভাগ্যবান।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজে সেই মোর প্রাণ।।
রাধাকৃষ্ণ গোরাচাঁদ ন'দে বৃন্দাবন।
এইমাত্র কর সার পা'বে নিত্য ধন।।
বিদ্যাবুদ্ধিহীন দীন অকিঞ্চন ছার।
কর্ম্মজ্ঞান শূন্য আমি শূন্য-সদাচার।।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি।
ভক্তিহীন উপাধি হইল এবে ব্যাধি।।
যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে।
শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব চরণে।।
বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া।
এ শোকশাতন গায় ভক্তিবিনোদিয়া।।

❃ ❃ ❃ ❃

গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর
তপত কাঞ্চন কায়।
নদীয়া নগরে হরি প্রেম-ভরে
নাচিয়া নাচিয়া যায়।।
রকত-কমল কর পদতল
শতদল মুখশশী।
নখরে নখরে শতত বিহরে

শশধর রাশি রাশি।।
বেণু-বীণা রব মানে পরাভব
কণ্ঠে মধুর ভাষা।
তাহে অবিরাম গায় হরিনাম
জাগায়ে প্রেম-পিপাসা।।
শ্রীবাস-অঙ্গনে নিতায়ের সনে
নাম সংকীর্ত্তনে নাচে।
ঘরে ঘরে গিয়া জীব উদ্ধারিয়া
যারে তারে প্রেম যাচে।।
ভারত ভ্রমিয়া পদ পরশিয়া
পূত করিল ধূলি।
সে চরণ রজ হর-কমলজ
সদা শিরে লয় তুলি।।
লীলার তুলনা মেলে না মেলে না
তুমি লীলাময় হরি।
হরিনাম দিলে জীব উদ্ধারিলে
নদীয়াতে অবতরি

❁ ❁ ❁ ❁

এ মন! মানুষ হবে কি আর।
বদন ভরিয়া, 'হরি হরি' বল, শোধ'না যমের ধার।।
ভাবিয়া দেখনা, সে হারে আপনা, ইহাতে যে করে পাপ।
আপনার দোষে, আপনি পায় সে, জনমে জনমে তাপ।।
সেই সে চতুর, বাপের ঠাকুর, যে লয় হরির নাম।
ইহাতে যাহার, রুচি না জন্মিল, বিধাতা তাহার বাম।।

এ বোধ বুঝিবে, নরকে মজিবে, শমন রুষিবে যবে।
আঁখির পলকে, এ ঠাট ভাঙ্গিবে, কি বলি এড়াবে তবে।।
ভাই বন্ধু জায়া, তনয়-তনয়া, আপন বলিছ যারে।
জাননা মুখেতে, অনল ভেজায়ে, অগাদ জলেতে ডারে।।
মুরতি দেখিয়া, ডরে ডরাইয়া, তিলে না রাখিবে ঘর।
কহে প্রেমানন্দ, হরি হরি বল, তা বিনু সকলি পর।

❊ ❊ ❊ ❊

(শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য গোস্বামী মহারাজ কৃত)

পিছনেতে দাবানল, পার্শ্বে সারমেয় দল,
সম্মুখে ব্যাধ জুড়িয়াছে বান।
অন্য পার্শ্ব ঘিরে জালে, মৃগী বড় ভয়া কুলে,
মৃগে ডাকি চিন্তে পরিত্রাণ।।
পূর্ব্ব সুকৃতির বলে, স্মরি মৃগী অন্তস্থলে,
কাঁদিয়া ডাকয়ে বনমালী।
পরিত্রাতা চক্রপাণী, দাবানল প্রশমনী,
মহাশব্দে বর্ষে ঘনাবলী।।
বজ্রপাতে মরে স্বান্ জাল ছিঁড়ে প্রভঞ্জন্
মরে ব্যাধ সর্পের দংশনে।
সর্ব্বাপদ মুক্ত মৃগী, হলো সর্ব্বসুখভাগী,
সর্ব্ব সম্পদ গোবিন্দ স্মরণে।।
যাহারে রাখিবে, হরি কেবা তার আছে অরি,
যত-আপদ হইবে সম্পদ।
ডাক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি নাচ দুই বাহু তুলি,
হৃদে চিন্ত শ্রী মাধব পদ।।

হেন কৃষ্ণে ভাব নাই, পামর পতিত মুঁই
পতিত পাবন নাম ধর।
ভকতি কমল দাস সদামনে অভিলাষ
পদাশ্রয় দেহ গিরি-ধর।।

✲ ✲ ✲ ✲

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ কৃত

হরিবোল হরিবোল

গৌর হরি হরিবোল হরিবোল হরিবোল
নিতাই গৌরাঙ্গ বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর নিত্যানন্দ বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর শ্রীঅদ্বৈত বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর গদাধর বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর শ্রীনিবাস বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর ভক্তবৃন্দ বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর স্বরূপ দামোদর বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর সনাতন বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর রূপ গোস্বামী বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর রঘুনাথ বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর জীব গোস্বামী বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর কৃষ্ণদাস বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর নরোত্তম বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর বিশ্বনাথ বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর বলদেব বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর জগন্নাথ বোল হরিবোল হরিবোল

গৌর ভক্তিবিনোদ বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর গৌরকিশোর বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর সরস্বতী বোল হরিবোল হরিবোল

গৌর শ্রীমধুসূদন বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর শ্রীআচার্য্য বোল হরিবোল হরিবোল
গৌর ভক্তবৃন্দ বোল হরিবোল হরিবোল
নিতাই গৌর হরিবোল হরিবোল .... ।।

❋ ❋ ❋ ❋

আরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে ডুবি' গৃহ-বিষকূপে
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ।।
তাপত্রয়-বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
দেহ সদা হয় অচেতন
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল গোরাপদ পাসরিল
বিমুখ হইল হেন ধন।।
হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয়
কায়মনে লহ রে শরণ।
পরম দুর্ম্মতি ছিল তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হৈল পতিতপাবন
গোরা দ্বিজ-নটরাজে বান্ধহ হৃদয়-মাঝে
কি করিবে সংসার শমন
নরোত্তম দাসে কহে গোরা সম কেহ নহে
না ভজিতে দেয় প্রেমধন।।

প্রেমধ্বনি

* জয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী-গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন-রাধাদামোদর-রাধামাধব-রাধাশ্যামসুন্দর-শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা-সুদর্শন জিউ কী জয়।

* জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত ত্রিদণ্ডিস্বামী পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য গোস্বামী শ্রীলগুরুমহারাজ কী জয়।

* জয় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন গোস্বামী শ্রীল পরম গুরুমহারাজ কী জয়।

* জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীলপ্রভুপাদ কী জয়।

* জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত পরমহংস শ্রীশ্রীলগৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।

* জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীলসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়।

* জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়।

* জয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীলগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কী জয়।

❋ জয় শ্রীশ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কী জয়।

❋ জয় শ্রীশ্রীল নরোত্তম, শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুত্রয় কী জয়।

❋ জয় শ্রীশ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কী জয়।

❋ জয় শ্রীশ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভু কী জয়।

❋ জয় নামাচার্য্য শ্রীলহরিদাস ঠাকুর কী জয়।

❋ জয় রূপ-সনাতন-ভট্টরঘুনাথ-শ্রীজীবগোপাল ভট্ট-দাস রঘুনাথ ষড় গোস্বামী প্রভু কী জয়।

❋ জয় শ্রীশ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু কী জয়।

❋ জয় শ্রীশ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু কী জয়।

❋ জয় প্রেমসে কহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কী জয়।

❋ জয় শ্রী অন্তর্দ্বীপ, শ্রীমায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপাত্মক শ্রীনবদ্বীপ ধাম কী জয়।

❋ জয় চারি ধাম কী জয়, চারি সম্প্রদায় কী জয়, চারি আচার্য্য কী জয়।

❋ জয় গৌড়মন্ডল, ক্ষেত্রমন্ডল, ব্রজমন্ডল কী জয়।

❊ জয় ভক্তি বিঘ্ন, ভক্ত বিঘ্ন, সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব কী জয়।

❊ জয় ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধবাদি মহাভাগবতী কী জয়।

❊ জয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, গোপ-গোপী, গো, গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, রাধাকুন্ড, শ্যামকুন্ড, যমুনা জিউ কী জয়।

❊ জয় বৃন্দাদেবী কী জয়, ভক্তিদেবী কী জয়, গঙ্গাদেবী কী জয়।

❊ জয় শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-ধাম-পরিকর কী জয়।

❊ জয় কেশীঘাট, বংশীবট, দ্বাদশকানন কী জয়।

❊ জয় গোপীশ্বর মহাদেব কী জয়।

❊ জয় দ্বাদশ মহাজন কী জয়।

❊ জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ কী জয়।

❊ জয় শ্রীমায়াপুর শ্রীধামস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ কী জয়।

❊ জয় শ্রীল পরমগুরুদেবের সমাধি মন্দির কী জয়।

❊ জয় আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ কী জয়, তদীয় শাখা মঠ কী জয়।

❊ জয় শ্রীবাস অঙ্গন কী জয়, শ্রীগদাধর অঙ্গন কী জয়, শ্রীঅদ্বৈত ভবন কী জয়।

❋ জয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থলী শ্রীযোগপীঠ কী জয়।

❋ জয় শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীপ্রিয়াকী জয়।

❋ জয় অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কী জয়।

❋ জয় রূপানুগ গুরুবর্গ কী জয়।

❋ জয় হরিনাম সংকীর্ত্তন কী জয়।

❋ জয় সমাগত ভক্তবৃন্দ কী জয়।

❋ জয় শ্রীগুরু-নিতাই-গৌর-প্রেমানন্দে হরি হরি বোল।